পাক্ষিক

আহমদী

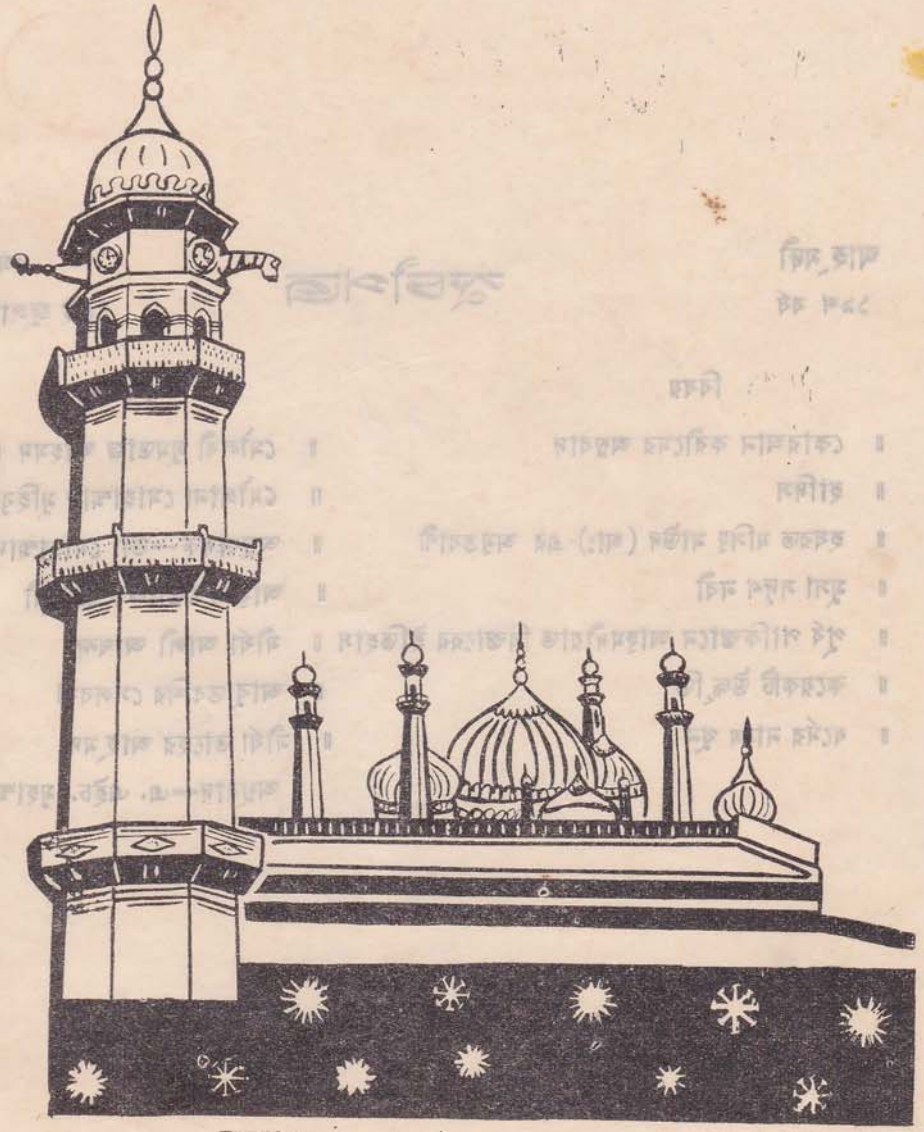

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা	৫ম সংখ্যা	বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা	১৫ই জুলাই, ১৯৬৫	অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
১৯শ বর্ষ

সূচীপত্র

৫ম সংখ্যা
১৫ই জুলাই, ১৯৬৫ ইসাব্দ।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহমদ (রহঃ)	॥ ৮৯
॥ হাদিস	॥ মৌলানা মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ্‌	॥ ৯০
॥ হযরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	॥ অনুবাদক—ডাঃ মোহাম্মাদ মুসা	॥ ৯৪
॥ মুসা সদৃশ নবী	॥ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	॥ ৯৫
॥ পূর্ব পাকিস্তানে আহ্‌মদীয়াত বিস্তারের ইতিহাস	॥ মীর্যা আলী আখন্দ	॥ ৯৮
॥ কয়েকটি উদ্ধৃতি	॥ আবু তবশির সেলবর্ষী	॥ ১০৭
॥ ধর্মের নামে খুন	॥ মীর্যা তাহের আহ্‌মদ অনুবাদ—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার	॥ ১১০

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

و علی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ১৯শ বর্ষ : ১৫ই জুলাই : ১৯৬৫ সন : ৫ম সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্ আ'রাফ

৪র্থ রুকু

৩৩। তুমি বল : আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের জন্য যে সমস্ত সৌন্দর্যের উপকরণ এবং পবিত্র খাদ্য উৎপাদন করিয়াছেন কে তাহা নিষিদ্ধ করিল ? তুমি বল : এই সমস্ত নিয়ামত মুমিনদের জন্য এই পৃথিবীতে (রহিয়াছে) ; বিশেষ করিয়া (তাহারা) কিয়ামতের দিন (প্রাপ্ত হইবে)। এই ভাবেই আমরা নিদর্শনগুলিকে জ্ঞানীলোকদের জন্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি।

৩৩। তুমি বল : আমার প্রভু হারাম করিয়াছেন শুধু বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন অশ্লীল সমূহকে, পাপকে, অন্যায় বিদ্রোহকে, আল্লাহ্‌র সহিত তোমাদের অংশীবাদকে—যাহার কোন প্রমাণ আল্লাহ্ নাযিল করেন

নাই এবং এমন কথাকে যাহা তোমরা না জানিয়া আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ কর।

৩৫। এবং প্রত্যেক জাতির জন্য এক নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। অতএব যখন তাহাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ সমাগত হইবে তাহারা এক দণ্ড পশ্চাতে যাইতে পারিবে না এবং অগ্রেও আসিতে পারিবে না।

৩৬। হে আদমের সন্তানগণ! নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হইতে আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবীগণ আগমন করিতে থাকিবে। তাহারা আমার (কোরআনের) বিধানগুলি বর্ণনা করিবে। অনন্তর যাহারা তকওয়া গ্রহণ করিবে এবং (আকীদা ও আমল) সংশোধন করিবে তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা কোন চিন্তা করিবে না। (ক্রমশঃ)

ঃ হাদিস ঃ

মৌলানা মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ্‌

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'হাকামান আদালান'

এই হাদীসের আর একটি কথা حكما عدلا 'হাকামান আদালান।' ইহার অর্থ তথাকথিত আলেম সমাজ 'ন্যায় বিচারক শাসন কর্তা' করিয়াছেন। এই অর্থ করিয়া তাহারা জনসাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) দুনিয়ার 'বাদশাহ' হইবেন। ইহাও তাহাদের বিরাট অজ্ঞতারই পরিচায়ক। কারণ তাহারা حاكم হাকেম ও حكم হাকাম এই দুই শব্দের পার্থক্যের প্রতি আদৌ লক্ষ্য রাখেন নাই।

فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ০

অর্থাৎ—"স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া মীমাংসা করিবার জন্য উভয় পক্ষ হইতে এক একজন করিয়া মীমাংসাকারী সালিশ নিযুক্ত কর।"

উক্ত আয়াতে মীমাংসাকারী সালিশকে 'হাকাম' বলা হইয়াছে। حاكم বা বাদশাহ বলা হয় নাই।

সুতরাং আলোচ্য হাদিসে হযরত মসিহে মাউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) সম্বন্ধে যে হাকাম শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে ইহা দ্বারা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) বাদশাহ হইবেন বুঝায় না, বরং ইহাই বুঝাইতেছে যে, তিনি তখনই আগমন করিবেন যখন ধর্ম সম্পর্কিত ব্যাপারে ভিতরে ও বাহিরে ভীষণ মতবৈষম্য দেখা দিবে। এই মতবৈষম্য এত প্রবল হইবে যে, এই পৃথিবীতে ইহার কোন মীমাংসাকারী থাকিবে না। কোন ওলামা পরিষদই এই মতবৈষম্য দুর করিতে পারিবে না। বিভিন্ন ধর্মের আলেম ফাজেল, পীর পুরোহিত প্রভৃতি ধর্মজাযকদেরকে আহ্বান করিয়াও ইহার সমাধান করা যাইবে না। তখন এই সমস্ত ধর্মের স্রষ্টা স্বয়ং তাঁহার নিকট হইতে একজন মীমাংসাকারী প্রেরণ করিবেন। তিনি আসিয়াই এইসব ধর্ম কলহ দূর করিতে সক্ষম হইবেন। আজকাল সিয়া-সুন্নি, হানাফী-শাফেয়ী, বেদাতী ওহাবী, হিন্দু-মুসল-

মান, ইহুদী-খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মের মধ্যে ভিতরে বাহিরে এত বৈষম্য দেখা দিয়াছে যে, কেহ কাহারও মীমাংসা মানিয়া লইতে চায় না।

এমতাবস্থায় মানব ও মানবগুষ্টির ধর্মের স্রষ্টা স্বয়ং কাহাকেও তাঁহার প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ না করিলে ইহার মীমাংসা আর কে দিবে? এই জন্যই তিনি কাদিয়ানে তাঁহার একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন এবং তিনি আসিয়াই এমন এক জমাত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যাহার মধ্যে প্রত্যেক ধর্মের এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্মপিপাসুগণ একত্রে সমাবেশ হইয়া এই সব মতবৈষম্য তিরোহিত করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে এক সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্বের এক নূতন আদর্শ পেশ করিয়াছেন।

ইয়াকছেরুচ্ছালিব—ক্রুশ ধ্বংস করিবেন

হযরত মসিহে মাউদ (আঃ) ক্রুশ ধ্বংস করিবেন—এই কথার অর্থ বর্তমান যুগের কতক আলেম সমাজ করিয়াছেন—ক্রুশগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন—অর্থাৎ কাঠের, সোনার বা চান্দির ক্রুশগুলি পাদরী সাহেবদের গলা হইতে ছিনাইয়া লইয়া বা গীর্জার প্রাচীর কিংবা উচ্চ চূড়া হইতে নামাইয়া আনিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন। তথাকথিত আলেমদের এহেন হাস্যকর উক্তি শুনিয়া যেমন হাসি তেমনই লজ্জা পায়। কাষ্ঠ বা ধাতু নির্মিত ক্রুশ ভাঙ্গিয়া ফেলার তাৎপর্য কি? এগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে খ্রীষ্টানগণ কি উহা পুনরায় তৈয়ার করিতে পারিবে না। প্রকৃত কথা ইহা নবী করীম (সাঃ)-এর কাশ্‌ফ যাহা তালিবযুক্ত বা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, পূর্বেকার হাদিস বিশারদ আলেমগণও ইহার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। যথা—আল্লামা আয়নী বোখারী শরীফের শরায় লিখিয়াছেন—

قال الطيبى يرجد بقوله يكسر الصليب الخ ০

অর্থাৎ—"ক্রুশ ধ্বংস করার অর্থ খ্রীষ্টানধর্মকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং ইসলামী নির্দেশ জারি করা। আমি বলিতেছি, আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে হাদিসের এই অর্থ উদ্ঘাটিত হইয়াছে যে, ক্রুশধ্বংস করার অর্থ—খ্রীষ্টান ধর্মের অসত্যতা প্রকাশ করা।"

বর্তমান যুগের তথাকথিত আলেম সমাজ হাদিসের বিকৃত অর্থ করিয়া প্রকৃত মসিহ মাউদকেও চিনিতে পারে নাই এবং তাহারা ইহুদীগণের ন্যায় আকাশের দিকে তাকাইয়া আছে। ইহুদীগণের বিশ্বাস আজও এলিয় জীবিত আছেন এবং তিনি আকাশ হইতে স্বশরীরে নামিয়া আসিবেন; তারপর মসিহ আগমন করিবেন। এইভাবে বর্তমান যুগের মুসলমানগণেরও বিশ্বাস মৃত্যুপ্রাপ্ত ঈসা (আঃ) আসমান হইতে জড়দেহে অবতীর্ণ হইবেন। ইহা কখনও সম্ভপর নহে। যেভাবে ইহুদীগণের প্রতিক্ষিত এলিয় আকাশ হইতে আগমন করেন নাই সেইভাবে ঈসা (আঃ)-ও আকাশ হইতে আগমন করিবেন না। পরন্ত যাঁহার আগমন করিবার কথা তিনি যথা সময়ে আগমন করিয়াছেন।

উক্ত হাদিস দ্বারা ইহাও প্রতিয়মান হয় যে, যখন খ্রীষ্টানজাতির প্রাধান্য পৃথিবীতে হইবে, তখনই হযরত মসিহে মাউদ (আঃ) পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন। বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছে। আজ সমগ্র দুনিয়াতে খ্রীষ্টান জাতির প্রাধান্য বাড়িয়া গিয়া হযরত মসিহে মাউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমনের সত্যতা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছে।

শূকর হত্যা করিবেন يقتل الخنزير

হাদিসের এই কথার অর্থও তথাকথিত আলেম সমাজ বন্য ও পালিত শূকরগুলি হত্যা করিবেন, বলিয়া

লোক সমাজে প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের মতে হযরত ঈসা (আঃ) আসমান হইতে নামিয়া আসিয়া নেজা ও বল্লম হাতে করিয়া জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শূকর মারিয়া বেড়াইবেন। এখন প্রশ্ন তিনি তাঁহার জীবনে সারা দুনিয়ার শূকর বধ করিয়া নিঃশেষ করিতে পারিবেন কিনা? তাহা চিন্তা করিবার বিষয় বটে। আর যদি সারা দুনিয়ার শূকর মারিয়া নিঃশেষ করিতে না পারেন তাহা হইলে দুই চার লাখ শূকর মারিয়া তিনি দুনিয়ার কি ইষ্ট সাধন করিবেন। তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তবে মৌলবী সাহেবগণই ইহার প্রকৃত তাৎপর্য বয়ান করিতে পারেন। সুধি সমাজ তাহাদের নিকটেই বিষয়টি বুঝিয়া লইতে যত্নবান হইবেন।

তথাকথিত আলেম সমাজ নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র হাদিসের এইরূপ উদ্ভট ব্যাখ্যা করিয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বাণীর কিরূপ অবমাননা করিতেছেন, তাহা দেখিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হয়। لا حول

আলেমগণের এহেন অবস্থা দেখিয়া বস্তুতঃ মনে হইতেছে যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর হাদিস "আখেরী জামানায় এলেম উঠিয়া যাইবে" নিশ্চিতভাবে পূর্ণ হইয়াছে। ডোম মেথরের শূকর বধ এবং আল্লাহ্‌-তায়ালার নবীর শূকর বধ যে, এক নহে তাহা তাহারা চিন্তাই করিতে পারেন নাই। যাহা হউক এখন আমি পাঠক পাঠিকাগণের দৃষ্টি 'শূকর বধের' প্রকৃত অর্থের দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

আল্লাহ্‌তালা তাঁহার পবিত্র কালামে বলিয়াছেন ঃ—

قل هل أنبئكم بشر من ذالك مثوبة عند الله
من لعنة الله و غضب عليه و جعل منهم
القردة و الخنازير ٥

অর্থাৎ—"তুমি বল আমি এদের চেয়েও নিকৃষ্টতর লোকের কথা তোমাদের কাছে বলিব কি! যাহাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ ও গযব পড়িয়াছে, এবং আল্লাহ্‌ তাহাদের মধ্য হইতে শূকর ও বানর করিয়া দিয়াছেন।" (সুরা মায়দা)

উক্ত আয়তে আল্লাহ্‌তালা ইহুদীদের কথা উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে—শূকর ও বানর নামে অভিহিত করিয়াছেন। অতিমাত্রায় তাহারা পার্থিব কাজে লিপ্ত থাকিত এবং ধর্মকে তাহারা সম্পূর্ণরূপে অমান্য করিত অথচ তাহারা যখন হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট আসিত তখন তাহারা বলিত আমরা ঈমান আনিয়াছি, পরন্তু তাহারা কুফরী কাজে লিপ্ত থাকিত, অন্যায়ভাবে জনগণের অর্থ খাইত। এইজন্যই আল্লাহ্‌তালা তাহাদিগকে শূকর ও বানর নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাহারা বন্য শূকর হইয়া যায় নাই বরং তাহাদের স্বভাব শূকরের ন্যায় ছিল।

আমাদের মধ্যেও এই কথাগুলির প্রচলন রহিয়াছে আমরাও অনেক সময় দুষ্ট স্বভাবের লোককে শূকর ও বানর বলিয়া থাকি। বোকা ছাত্রকে শিক্ষক গাধা বলিয়া থাকেন। সুতরাং কখনও কখনও আল্লাহ্‌তালার কালামে মানবের ব্যবহৃত বাক্যগুলির ন্যায় মানুষকেই জন্তু বিশেষের নামে অভিহিত করা হইয়াছে। দুনিয়ার প্রত্যেক ভাষায় এই রকম কথার বহু প্রচলন আছে।

তবুও আমাদের যুগের নামধারী একদল আলেম হযরত মসিহে মাউদ (আঃ)-এর শূকর বধকে বন্য শূকর বধ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র একজন নবী আসিয়া বন্য শূকর নিধন কাজে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা অপেক্ষা হাস্যকর ব্যাপার আর কি হইতে পারে? আল্লার রসুলের (সাঃ) বাণীর এহেন হাস্যকর অর্থ করিয়াই আজ তথাকথিত আলেম সমাজ হযরত মসিহে মাউদ (আঃ)-কে চিনিতে পারে নাই। তটে তটং তটায়তঃ শব্দের পূজারীগণের অবস্থা চিরদিনই এইরূপ হইয়া আসিয়াছে। ইহুদীগণ আজও হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতিক্ষায়

রহিয়াছে। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর যুগের তথাকথিত আলেম সমাজ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই।

آمدم بر سر مطلب -

ঐশী ভাষায় শুকর বধ অর্থ দুষ্ট লোককে বুঝাইয়াছে। কিতাবুল ইশারাত, ২য় খণ্ড ঃ—

من راي أنــه يقاتل خنزيراً فانــه رجلاً دنيا
لا خير فيه ۔ (كتاب الاشارات جلد ٢)

অর্থাৎ :—"যদি কেহ স্বপ্নে শুকর বধ করিয়াছে দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এমন ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাদ হইবে যাহার মধ্যে কোন মঙ্গল নাই।"

الخنزير رجل ضخم موسر فاسد الدين و خبيث
المكسب قذر ذريد كافرا نصرانى شديد الشوكة =
(منتخب الكلام جلد ١)

অর্থাৎ—"শূকর অর্থ বিরাট ধনশালী, বিধর্মী ও অপবিত্রভাবে অর্থ উপার্জনকারী, শক্তিশালী কাফের, অথবা প্রতাপশালী খ্রীষ্টান।"

(মুন্তা যাবুল কালাম, প্রথম জিলদ)

অতএব আলোচ্য হাদিসে "শূকর বধ' অর্থ হইবে হযরত মসিহে মাউদ (আঃ) আবির্ভূত হইয়া কতিপয় শূকর প্রকৃতি বিশিষ্ট দুষ্ট লোকদিগকে অলৌকিকভাবে হত্যা করিবেন।

বস্তুতঃ কাদিয়ানে আবির্ভূত ইমাম মাহ্‌দী ও মসিহে মাউদ হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) কর্তৃক আল্লাহ্‌তালা এইরূপ বহু অলৌকিক মোজেযা বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। পেশওয়ারের আর্য্য সমাজী পণ্ডিত লেখরাম, পাদ্রী আবদুল্লা আথাম, আমেরিকার বিখ্যাত ডক্টর আলেকজাণ্ডার ডুই, প্রভৃতি দুষ্ট লোকদিগকে হযরত মসিহে মাউদ (আঃ) মোবাহেলা বা প্রার্থনার প্রতি-যোগিতার যুদ্ধে হালাক করিয়াছেন।

সুতরাং রসুলে করীম (সাঃ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি প্রকৃত জ্ঞানের আলোতে দৃষ্টিপাত করিলে, কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহে মাউদ (আঃ) কে সত্য বলিয়া গ্রহণ ছাড়া উপায় নাই। এইরূপ অলৌকিক নিদর্শন দেখিয়াও যাহারা অন্ধের ন্যায় চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাহাদের অপেক্ষা দুর্ভাগা আর কে হইতে পারে ?

(ক্রমশঃ)

★

হে আদমের সন্তানগণ! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময়ে তোমাদের সাজ গ্রহণ করিও এবং আহার করিও ও পান করিও; কিন্তু অপব্যয় করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অপচয়কারীদিগকে ভালবাসেন না।

— সুরাহ্‌ আরাফ, ৩য় রুকু।

হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর
অমৃতবাণী

চরিত্রের তখনই পরিবর্তন সম্ভব যখন মানুষ সাধনা ও দোয়ার দ্বারা কাজ করে। ইহা আল্লাহ্তায়ালার অপরিবর্তনীয় সুন্নত। ইহার বিপরীত কখনও হয় না।

মানবের উপর একদিকে যেমন ভগ্ন-স্বাস্থ্যের যুগ আসে যাহাকে বৃদ্ধাবস্থা কহে, যখন তাহার দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি কমিয়া আসে এবং বস্তুতঃ তাহার শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল ও এক প্রকার অকেজো হয়ে পড়ে। তেমনি স্মরণ রাখিও বার্দ্ধক্য দুই প্রকারের হইয়া থাকে। যথা—স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক। স্বাভাবিক অবস্থার বিষয় উপরে বর্ণনা করা হইয়াছে। অস্বাভাবিক অবস্থার দৃষ্টান্ত যেমন কেহ তাহার চির রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা না করিলে রোগে ভুগিয়া দুর্বল হইয়া অকাল বার্দ্ধক্যে আক্রান্ত হইবে। শরীর বিধানের ন্যায় আভ্যন্তরিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও এই নিয়ম কার্যকারী। যদি কেহ নিজ অসৎ স্বভাবকে সৎ স্বভাবে ও উত্তম প্রকৃতিতে পরিবর্তন করিবার চেষ্টা না করে তাহা হইলে তাহার নৈতিক অধঃপতন ঘটিবে। হযরত রসুল (সাঃ)-এর বাণী ও কোরআন করীমের শিক্ষা হইতে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক ব্যাধির ঔষধ আছে কিন্তু মানুষ অলস দুষ্ট হইলে তাহার ধ্বংশ ছাড়া কোন গতি নাই। বৃদ্ধের ন্যায় অগ্রাহ্যের জীবন যাপন করিলে কিভাবে কেহ রক্ষা প্রাপ্ত হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ কৃচ্ছ সাধনা ও দোয়ার দ্বারা কাজ না লইবে হৃদয়ের উপর হইতে জমাট ময়লা দুর হইতে পারে না। আল্লাহ্-তায়ালা বলিয়াছেন।

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم -

অর্থাৎ "কোন জাতি যতক্ষণ না নিজেদের পরিবর্তন সাধন করে আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের পরিবর্তন আনয়ন করেন না"। কোন জাতির উপর যখন বিপদ আপদ আসিয়া পড়ে তখন ঐ জাতি উহা দূর করিতে চেষ্টা না করিলে আল্লাহ্তায়ালা তাহাদিগকে বিপদ আপদ মুক্ত করেন না। সাহস ও বীরত্বের সহিত কার্য না করিলে কিভাবে পরিবর্তন আসিবে। ইহা আল্লাহ্তায়ালার অপরিবর্তনীয় সুন্নত যেমন তিনি বর্ণনা করিয়াছেন।

و لن تجد لسنة الله تبديلا -

যদি আমার জামাতের বা বাহিরের কেহ চরিত্রের পরিবর্তন করিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে সাধনা ও দোয়ার আশ্রয় লইতে হইবে।

অনুবাদক—
ডাঃ মোহাম্মাদ মুসা

★

একের পাপ অপরে বহন করিবে না। —কোরআন।

মুছা সদৃশ নবী

আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী

তৌরাতের দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের ১৮ অধ্যায়ের ১৮ এবং ১৯ পদে আল্লাহ্‌তালা এক ভবিষ্যদ্বাণীতে হযরত মোহাম্মাদকে (সাঃ) মুছার (আঃ) মছিল বা সদৃশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যথা,—"আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার (মূছার) সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব; তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব।" পবিত্র কোরআনেও আল্লাহ্‌তালা আঁ-হযরতকে (সাঃ) মুছার (আঃ) মছিল বা অনুরূপ বলিয়াছেন। আল্লাহ্-পাক বলেন, 'ইন্না আরছালনা ইলাইকুম রাছুলান শাহিদান আলাইকুম কামা আরছালনা ইলা ফিরআউনা রাছুলা।"

(মোজাম্মিল, রুকু—১)।

অর্থাৎ—"নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের উপর সাক্ষী করিয়া এক রছুল পাঠাইয়াছি যদ্রূপ রছুল আমরা পাঠাইয়াছিলাম ফেরআউনের নিকট।"

উক্ত প্রবন্ধে আঁ-হযরত (সাঃ) এবং মুছার (আঃ) মধ্যে কতিপয় প্রধান প্রধান সাদৃশ্য নিয়া আলোচনা করা হইল।

প্রথম সাদৃশ্য ঃ—মূছা (আঃ) ইব্রাহিমের (আঃ) পুত্র ইছহাকের (আঃ) পুত্র ইয়াকুব বা ইছরাইলের (আঃ) বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ইব্রাহিমের (আঃ) পুত্র ইছমাইলের (আঃ) বংশে জন্ম গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় সাদৃশ্য ঃ—উভয়ই জীবনে কোন দিন পিতার সাহচর্য্য লাভ করেন নাই এবং বাল্যকালে অপরের গৃহে লালিত পালিত হইয়াছিলেন।

তৃতীয় সাদৃশ্য ঃ—নবুওত প্রাপ্তির পূর্বেও জন-হিতকর কাজে অংশ গ্রহণ করিতেন ও দুর্বলকে সাহায্য করিতেন।

চতুর্থ সাদৃশ্য ঃ—উভয়ই প্রথম জীবনে মেষপাল চরাইতেন এবং প্রথম জীবনে মেষ চরাইতে গিয়া প্রান্তরে ফিরিস্তার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

পঞ্চম সাদৃশ্য ঃ—উভয়ই বিবাহ করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ সাদৃশ্য ঃ— হযরত মূছাকে (আঃ) মিদিয়নে এবং হযরত মোহাম্মাদকে (সাঃ) মদিনায় হিজরত করিতে হইয়াছিল।

সপ্তম সাদৃশ্য ঃ—উভয়ই চল্লিশ বৎসর বয়সে নবুওত-লাভ করেন। এবং প্রথম বাণী লাভের সময় ভীত হইয়াছিলেন। মূছা (আঃ) সীনয় পর্বতে এবং আঁ-হযরত (সাঃ) হেরা পর্বতে ঐশীবাণী লাভ করেন। বোখারী শরীফে আছে যে, আঁ-হযরত (সাঃ) যখন প্রথম ওহী লাভ করিয়া ভীত হইলেন তখন হযরত খাদিজা (রাঃ) তাঁহাকে নিয়া ওরাকা বিন নওফলের কাছে গেলেন। ওরাকা সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বলিলেন, "ইহা ঐ স্বর্গদূত যাহা মূছার (আঃ) নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিল।"

অষ্টম সাদৃশ্য ঃ—উভয়ই শরীয়তওয়ালা নবী ছিলেন এবং ধর্মের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

নবম সাদৃশ্য ঃ—মূছা (আঃ) আমোন দেবতার পূজারীদের দ্বারা এবং মোহাম্মাদ (সাঃ) হুবল প্রভৃতি

দেবতার উপাসকদের দ্বারা অত্যাচারিত হইয়াছিলেন। উভয়ই প্রতিমা ভঙ্গ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন।

দশম সাদৃশ্য :—উভয়ের ব্যবস্থাতেই শূকরের মাংস, স্বয়ং মৃতপ্রাণী, রক্ত প্রভৃতি খাওয়া হারাম করা হইয়াছে।

মুহার (আঃ) সহিত আঁ-হযরতের (সাঃ) ব্যক্তিগত সাদৃশ্য ছাড়াও আরও বহু প্রকার মিল রহিয়াছে। মূছার (আঃ) উম্মতের সহিত রছুল করীমের (সাঃ) উম্মতেরও মিল রহিয়াছে। আঁ-হযরত (সাঃ) যেরূপ মূছার (আঃ) তুল্য নবী ছিলেন তদ্রূপ উম্মতে মোহাম্মাদীয়াও মূছায়ী উম্মতের মছিল। মহানবী (সাঃ) বলিয়াছেন, "লা ইয়াতি আম্মা আলা উম্মাতি কামা আতা আলা বানি ইছরাইল।' (তিরমিজি)।

অর্থাৎ,—"আমার উম্মত হুবহু বনি ইছরাইলের ন্যায় হইবে।" নিম্নে এই সম্বন্ধে কতিপয় সাদৃশ্য পেশ করা হইল।

১ম সাদৃশ্য :—মূছার (আঃ) অনুপস্থিতিতে তাঁহার প্রতিনিধি হারুন (আঃ) যেরূপ ইহুদীদের নিগরান বা পর্যবেক্ষক থাকিতেন তদ্রূপ আঁ-হযরতের (সাঃ) অনুপস্থিতিতেও তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া হযরত আলী (কঃ) মুছলমানদের নেতৃত্ব করিতেন। রছুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, 'আন্তা মিন্নি বেমন জিলাতে হারুনা মিম মূছা।' (বোখারী)। অর্থাৎ,—"আলী আমার কাছে তদ্রূপ যদ্রূপ মূছা কাছে হারুন।" মূছার (আঃ) মৃত্যুর পর হারুন (আঃ) খলিফা না হইয়া ইউশাবিন নূন প্রথম খলিফা হইয়াছিলেন। ঠিক সেইরূপ আঁ-হযরতের মৃত্যুর পরও হযরত আলী (কঃ) খলিফা না হইয়া হযরত আবু বকর বিন আবু কাহাকা (রাঃ) প্রথম খলিফা হন।

২য় সাদৃশ্য :—ইহুদীগণ ৭২ ফিরকায় বিভক্ত হইয়াছে, আর মুছলমানগণও ৭৩ ফিরকায় ভাগ হইয়াছে। ইহুদীদের মধ্যে একদল তৌরাত হইতে তালমুদ হাদিছগ্রন্থকে অধিক গুরুত্ব দিত। মুছলমানদের মধ্যেও একদল আহ্‌লে হাদিছ আছে যাহারা কোরআনকে হাদিছের অধীন মনে করে।

৩য় সাদৃশ্য :—ইহুদী জাতি যেরূপ শাস্তি স্বরূপ বখ্‌তেনছর বাদশার আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তদ্রূপ মুছলমানগণও হালাকু খাঁর আক্রমনে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

৪র্থ সাদৃশ্য :—উভয়ের মৃত্যুর কিছুকাল পরই খিলাফতের নামে বাদশাহাত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

৫ম সাদৃশ্য :—ইহুদীগণ বিশ্বাস করে যে, এলীয় নবী সশরীরে জীবিতাবস্থায় আকাশে উঠিয়া গিয়াছেন এবং শেষযুগে পুনরায় মছিহের আগমনের পূর্ব আকাশ হইতে অবতরণ করিবেন। মুছলমানগণও এই বিশ্বাস রাখে যে, ইছা নবী সশরীরে জীবিতাবস্থায় আকাশে উঠিয়া গিয়াছেন এবং আখেরী জমানায় ইমাম মাহ্‌দীর সময়ে পুনরায় আকাশ হইতে নামিয়া আসিবেন।

৬ষ্ঠ সাদৃশ্য :- মূছার (আঃ) পর প্রতি শতাব্দীতে তৌরাতের হেফাজতের জন্য তেরশতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্কারকের আগমন হইয়াছে। আঁ-হযরতের (সাঃ) পরও ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত কোরআনের শিক্ষার হেফাজতের জন্য সংস্কারক বা মোজাদ্দিগণের আগমন হইয়াছে।

৭ম সাদৃশ্য :- মূছার (আঃ) পর চতুর্দশ শতাব্দীতে মূছায়ী মছিহের আগমন হইয়াছে। আঁ-হযরতের (সাঃ) পরও চতুর্দশ শতাব্দীতে মোহাম্মাদী মছিহের আগমন হইয়াছে। এখন মূছায়ী মছিহের এবং মোহাম্মাদী মছিহের মধ্যে কতিপয় বিশেষ বিশেষ সাদৃশ্য দেখান হইল।

১ম সাদৃশ্য :- মূছায়ী মছিহের আগমন ঘোষণাকারী এহিয়াকে (আঃ) কতল করা হইয়াছিল। মোহাম্মাদী মছিহের আগমন ঘোষণাকারী ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোজাদ্দিদ সৈয়দ আহ্‌মদ বেরেলবীকেও (রঃ) শাহাদত বরণ করিতে হইয়াছিল।

২য় সাদৃশ্য ঃ—মূছায়ী মছিহ্ হযরত ইছার (আঃ) আগমন কালে তাঁহার জন্মভূমি ফেলিস্তিন বিদেশী-শাসক রোম সম্রাটের অধীন ছিল। মোহাম্মাদী মছিহ্ হযরত আহ্মদের (আঃ) সময়েও তাঁহার দেশ হিন্দুস্তান বিদেশী ইংরাজ সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। উভয় রাজশক্তি সমগুণের অধিকারী ছিল।

৩য় সাদৃশ্য ঃ—ইহুদী আলেমগণ যদ্রূপ ইছার (আঃ) বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, অনুরূপ ভাবে মুছলমান আলেমগণও আহ্মদের (আঃ) বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। ইছার (আঃ) বিরুদ্ধে ইহুদী পণ্ডিতগণ যদ্রূপ কুফুরী ফতোয়া দিয়াছে, আহ্মদের (আঃ) উপরও মৌলবী মৌলানারা তদ্রূপ কুফুরী ফতোয়া দিয়াছে।

৪র্থ সাদৃশ্য ঃ—হযরত ইছার (আঃ) বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা হইয়াছিল এবং পীলাতের এজলাসে বিচার হইয়াছিল। হযরত আহ্মদের (আঃ) বিরুদ্ধেও মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছিল এবং ডগলাসের এজলাসে বিচার হইয়াছিল। ইছার (আঃ) সঙ্গে দুই-জন চোরের বিচার হইয়াছিল। আহ্মদের (আঃ) সঙ্গেও একজন চোরের বিচার হইয়াছে।

৫ম সাদৃশ্য ঃ—প্রচারের উদ্দেশ্যে হযরত ইছাকে (আঃ) ব্যাপকভাবে ছফর করিতে হইয়াছে। তবলীগের জন্য হযরত আহ্মদ (আঃ)-কেও বহু ছফর করিতে হইয়াছে।

৬ষ্ঠ সাদৃশ্য :—ইছার (আঃ) শিষ্যদিগকে তাঁহার নিজ গ্রাম নাছারাতের নামানুযায়ী যেরূপ নাছারা বলা হয় সেইরূপ আহ্মদের (আঃ) শিষ্যদিগকেও তাঁহার নিজ গ্রাম কাদিয়ানের নামানুসারে বিরুদ্ধবাদীগণ কাদিয়ানী বলিয়া থাকে।

৭ম সাদৃশ্য ঃ—ইছার (আঃ) মৃত্যু সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা দ্বারা ইহুদীগণ যে ভাবে তাঁহাকে হীন এবং অভিশপ্ত প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে সেই ভাবে আহ্মদের (আঃ) মৃত্যু সম্বন্ধেও জঘন্য এবং মিথ্যা অপবাদ দ্বারা মোল্লাগণ তাঁহাকে হীন প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

৮ম সাদৃশ্য ঃ—ইছার (আঃ) অবর্তমানে তাঁহার খলিফা এবং সহোদর ভ্রাতা ইয়াকুবের নেতৃত্ব অস্বীকার করিয়া তার্ষণগরের পৌল যেভাবে ধর্মীয় মতবাদে দুর্বলতা প্রকাশ করিয়া ধর্ম প্রচারের জন্য পৃথক মণ্ডলী গঠন করে, তদ্রূপ হযরত আহ্মদের (আঃ) মৃত্যুর পরও তাঁহার খলিফা এবং পুত্র হযরত মাহ্মুদের নেতৃত্ব অস্বীকার করিয়া লাহোর নগরের মৌঃ মোহাম্মাদ আলী ধর্মীয়মতবাদকে শিথিল করিয়া পৃথক আনজুমন গঠন করেন।

উল্লেখযোগ্য যে মূছার (আঃ) মছিল হযরত মোহাম্মাদকে (সাঃ) আল্লাহ্তালা যেরূপ মূছা (আঃ) হইতে অধিক ফজিলত দান করিয়াছেন তদ্রূপ মূছায়ী উম্মত হইতে মোহাম্মাদী উম্মতকে এবং মূছায়ী মছিহ্ হইতে মোহাম্মাদী মছিহে মাউদকেও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন। আল্লাহ্তা'লা মহানবীর (সাঃ) উম্মতকে মগ্জুবে আলাইহীম (ইহুদী) এবং জাল্লিনদের (খ্রীষ্টান) পথ হইতে উদ্ধার করুন! আমিন!

আমরা যখন মানুষের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করি, তখন সে আমাদের থেকে ফিরে নিজের দিকে দূরে সরে যায়। কিন্তু যখন দুঃখ বা বিপদ এসে করে আক্রমণ, তখন সে প্রবৃত্ত হয় দীর্ঘ প্রার্থনায়। কোরআন।

পূর্ব-পাকিস্তানে আহ্‌মদীয়াত বিস্তারের ইতিহাস

মীর্যা আলী আখন্দ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

তিনি (সামস্থল ওলামা কামালুদ্দিন—সঃ আহ্‌মদী) আমার (মৌলবী মোবারক আলী সাহেবের নিকট—সঃ আহ্‌মদী) নিকট হইতে এই বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে হযরত মসিহে মাউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমি হকিকাতুল ওহি কেতাবের যেখানে এই ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে সেই জায়গা চিহ্নিত করিয়া ঐ কেতাব তাঁহাকে দিয়াছিলাম। তিনি শুধু ঐ ভবিষ্যদ্বাণী পড়েন নাই, বরং ঐ কেতাব উল্টাইয়া পাল্টাইয়া আরো কিছু দেখিয়াছিলেন। এবং বিশেষ করিয়া যেখানে হযরত মসিহে মাউদ (আঃ) তাহার কতকগুলি এল্‌হাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই এলহামগুলি পড়িয়া চমৎকৃত হন। এবং তাঁহার বন্ধু চিটাগাং কলেজের আরবী ও ফারসীর প্রফেসার মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেবকেও ঐ এলহামগুলি দেখাইয়াছিলেন। এইরূপে আহ্‌মদীয়া জমাত সম্বন্ধে তাঁহার আগ্রহ ক্রমে বাড়িতেছিল। আমার উপরোক্ত চিঠিখানা পাইয়া তিনি নিজেই আমি যে বোর্ডিং-এর সুপারিনটেনডেন্ট ছিলাম, তথায় আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিলেন এবং আমাকে উর্দ্দুতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এমন পত্র আমাকে কেন লিখিয়াছেন?" আমি তাঁহাকে হযরত সাহেবের প্রস্তাবের কথা জানাইলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপনি কি ইংলণ্ডে ইসলাম প্রচার কার্য চালাইতে সক্ষম বলিয়া নিজেকে মনে করেন?"

আমি বলিলাম, "না, আমি তা মনে করি না। তবে হযরত সাহেবের যে আদেশ হইবে তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইব।" এই কথা শুনিয়া তিনি কতকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটু গম্ভীরভাবে আমাকে বলিলেন, "বাংলাদেশে আহ্‌মদী মতবাদ প্রচারের বিশেষ দরকার আছে। আপনি যদি এখানে থাকেন, এবং এই কার্য করেন, আমি আপনাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিব। শুধু একটা শর্ত্ত এই যে, আপনি ছাত্র এবং অবিভাবকগণের মধ্যে প্রচার করিবেন না। আপনাদের ইমাম সাহেবের সহিত আমার পরিচয় নাই, নতুবা আমি তাঁহাকে এই কথা লিখিতাম। আপনি তাঁহাকে এই কথাগুলি জানান এবং তাহাকে নিশ্চয় করিয়া বলুন যে, আপনি এখানে থাকিলে আমি আপনার প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিব।" আমিও হযরত সাহেবকে লিখিব বলিয়া স্বীকৃত হইলাম। এই বিষয় তাঁহার নিকট জানাইলে তিনি আমাকে চিটাগাং-এ থাকিতে অনুমতি দিলেন।

অতঃপর একদিন সামস্থল ওলামা সাহেব আমাকে বলিলেন, "আমি ত আপনার সাথে ওয়াদা করিয়াছি যে, আপনার প্রচারকার্য্যে আমি সাহায্য করিব। কিন্তু বড় বড় বাহাস মোবাহেসার মজলিস বা সভা আমি পছন্দ করি না, কারণ তাহাতে ঝগড়া-ঝাটি দলাদলি হৈ-চৈ হয়, কিন্তু মীমাংসা হয় না। এবং আলোচ্য বিষয়গুলি ধীরভাবে বিবেচনাও হয় না। আমার *Plan* এই যে, শিক্ষিত সমঝদার লোকদের ডাকিয়া আপনাদের কোন আলেম দ্বারা লেকচার দেওয়ানো।—এবং লেকচারের পরে বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা করা।" আমি বলিলাম, "মৌলবী আবুল হাসেম খাঁ চৌধুরী সাহেব কাদিয়ান গিয়া আহ্‌মদিয়া

জমাতে দীক্ষা লইয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে একজন ভাল আলেম আসিয়াছেন, সেই আলেম সাহেবকে এখানে আনা যাইতে পারে।" মৌলবী আবুল হাসেম খাঁ চৌধুরী আহ্‌মদী হইয়াছেন—এই কথা শুনিয়াই সামসুল ওলামা লাফাইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "সত্যই কি তিনি আহ্‌মদী হইয়াছেন?" আমি বলিলাম, "তিনি আমার সঙ্গেই কাদিয়ানে গিয়া আহ্‌মদী জমাতে বয়াত নিয়াছেন বিগত ডিসেম্বার ১৯১৪ ইং সালে।" তখন কথা হইতেছিল, ১৯১৫ সনে। তখন সামসুল ওলামা সাহেব বলিলেন, "আপনি তাঁহাদের দুইজনকেই এখানে ডাকুন।"

এখানে মৌলানা সামসুল ওলামা সাহেবের একটু পরিচয় দেওয়া সঙ্গত মনে করি। তাঁহার পূর্ব-পুরুষেরা রামপুর ষ্টেট হইতে কলিকাতা আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। তাহার পিতা মৌলানা জুলফিকার আলী একজন ভাল আলেম ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম গবর্ণমেণ্ট সিনিয়ার মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেণ্ট ছিলেন। কামালদ্দিন সাহেব একজন অত্যন্ত সুদর্শন পুরুষ ছিলেন, কলিকাতা মাদ্রাসা হইতে শেষ পরীক্ষা পাশ করিয়া তিনি ইংরাজীতে বি. এ পাশ করেন এবং আরবী ভাষাতে এম. এ. পাশ করেন। তৎপর তিনি চিটাগাং মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেণ্ট নিযুক্ত হন। আমার চিটাগাং-এ বদলি হওয়ার পর হইতেই আমি তাহার সুনজরে পড়ি। আমি আহ্‌মদী তাহা তিনি জানিতেন না। ১৯১৫ সনে যখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলিতেছিল, তখন ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার আবদুল্লা সাহেব চিটাগাং এ বদলি হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং আমি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া যাইতাম বলিয়া আমি যে আহ্‌মদী তাহা তিনি জানিতেন। তিনি সামসুল ওলামা কামালদ্দিনকে বলিয়াছিলেন "এই মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী আছে শুনিয়াছি। আপনার হাইস্কুলের হেডমাষ্টার মৌলবী মোবারক আলী একজন আহ্‌মদী। এই মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক তথ্য আপনি তাঁহার নিকট জানিতে পারেন।" তাহার কথা শুনিয়াই আমাকে সামসুল ওলামা সাহেব লিখিয়াছিলেন ঐ ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে তাঁহাকে জানাইতে। ইহার দুই এক বৎসর পর ষ্টেট স্কলারসিপ লইয়া তিনি ক্যামব্রিজ গিয়া **Scientific Study of Arabic** সম্বন্ধে গবেষণা করেন এবং তথা হইতে ক্যামব্রিজের বি. এ. ডিগ্রী লইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি পরে চিটাগাং ও হুগলি গবর্ণমেণ্ট কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন এবং চিটাগাং ডিভিশনের **Inspector of School.** ছিলেন। তিনি ১৯৩৫ সনে চিটাগাং-এ মারা যান। তিনি ব্রিটিশের আমলে **Central Legislative Assembly** তে **Govt. nominated Member**-ও ছিলেন।

সামসুল ওলামা সাহেবের কথামত চৌধুরী আবুল হাসেম সাহেবকে লেখামাত্র তিনি নিজেই একা চলিয়া আসেন। আমার বেশ মনে আছে সেদিন আবুল হাসেম সাহেবকে লইয়া (সেদিন বোধ হয় রবিবার বা কোন ছুটির দিন ছিল) প্রাতঃকালে মাদ্রাসা পাহাড়ে যেখানে সামসুল ওলামা সাহেব থাকিতেন সেখানে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি আবুল হাসেমের সহিত আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতে বলিতে যেন দুনিয়া ভুলিয়া গেলেন এবং বেলা প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল। আমরা বাসায় যাইতে চাহিলে তিনি যাইতে দিলেন না। তিনি আমাদের খাওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন। এবং খাওয়া-দাওয়ার পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আবার ঐ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। সন্ধার সময় আমরা তিনজনেই বেড়াইতে বাহির হইলাম। মৌলবী আবুল হাসেম সাহেব তাঁহাকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আহ্‌মদীয়া মতবাদ সম্বন্ধে যখন আপনার এতটা সহানুভূতি তবে আপনি নিজে দূরে থাকিবেন

কেন? আপনিও ঐ জমাতে সামিল হইয়া যান।" তিনি উত্তর করিলেন, "আপনি দেখিতেছেন যে, আমি মাদ্রাসায় একজন সুপারিনটেনডেণ্ট, আমার অধীনে কত মৌলবী মৌলানা কাজ করে। আমি আহ্‌মদী হইলে তখন ইহাদিগকে লইয়া বড় মুসকিলে পড়িতে হইবে। ইহা ছাড়া আমার বিবির সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ করিয়া দেখিয়াছি; তিনি আহ্‌মদীয়া জমাতের ঘোর বিরোধী।" এখানে বলিয়া রাখা ভাল, তাঁহার বিবি ছিলেন মরহুম নবাব আবদুল লতিফ সাহেবের মেয়ে এবং মিষ্টার আবদুর রহমান বার-এট ল, কলিকাতা Small cause court-এর জজ এবং ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার আবদুল আলীর ভগিনী। সামশুল ওলামা সাহেব বলিলেন, "আপনি এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমি আহ্‌মদী হইলে আমার ঘরেও অশান্তি ও বাহিরেও অশান্তি হইবে।" তিনি আর একটা বড় মজার কথা বলিলেনঃ "আমি আপনাদের জমাতের আবু তালেব। আমি যতদূর সম্ভব সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমার পক্ষে জমাতে যোগদান করা বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নয়।"

কিছুদিন পর তিনি চট্টগ্রাম টাউনের কতিপয় ভদ্রলোকের নিকট আহ্‌মদীয়া মতবাদ সম্বন্ধে শিক্ষিত লোকদের একটা জলসার বন্দোবস্ত করা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহার প্রস্তাব ছিল মাদ্রাসা পাহাড়ে তাঁহার বাসাতে ঐ মিটিং করা হউক। মৌলবী আবদুছ সাত্তার বি. এল, (পরবর্তীকাল তিনি গবর্ণমেণ্ট প্লিডার ও খান বাহাদুর হন) তাঁহার প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন, "মাদ্রাসা পাহাড়ে উঠানামা (উহা ১০০০ হাজার ফিট উচ্চ) বিশেষ করিয়া সন্ধার সময় সকলের পক্ষে সহজ নহে। আমার বাসার মধ্যে (central) ও সমতল জায়গা আছে। এইখানে মিটিং করুন। সামশুল ওলামা তাহাতে রাজী হন এবং আমাকে আমাদের আলেম ডাকিতে অনুরোধ করেন। আবুল হাসেম সাহেবের নিকট লিখাতে তিনি মৌলানা হাকিম খলিল আহ্‌মদ মুঙ্গেরীকে চিটাগাং-এ পাঠাইয়া দেন। খান বাহাদুর আবদুহ ছাত্তার সাহেবের বাসাতে সন্ধ্যার সময় মিটিং হইল। চট্টগ্রাম টাউনের উচ্চ শিক্ষিত মুসলমান, অফিসিয়েল ও নন অফিসিয়েল ১০।১২ জন লোক উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে চট্টগ্রাম কলেজের ফারসীর প্রফেসার মৌলবী ছানাউল্লাহ্ ও আরবীর প্রফেসার মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। উকিল আবদুছ ছাত্তার সাহেব চা ও ভাল নাস্তারও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। প্রথম দিন স্থির হইল, কি কি বিষয়ে বক্তৃতা হইবে। সামশুল ওলামা কামালউদ্দিন সাহেব সভাপতি ছিলেন। তিনি ও হাকিম খলিল আহ্‌মদ সাহেব পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন বক্তৃতা কিভাবে হওয়া উচিত। প্রথমে ওফাতে মসিহ সম্বন্ধে, তৎপর হযরত মীর্যা সাহেবের দাবী ও দালায়েল সম্বন্ধে, তৎপর এক লেকচার রাখা হইল প্রশ্ন ও উত্তরের জন্য। প্রথম দিন বক্তৃতার সময় প্রফেসার মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেব ওফাতে মসিহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার জন্য কয়েকবার দাড়াইলেন। হাকিম সাহেব প্রেসিডেণ্টকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'বক্তৃতার সময় এইরূপ প্রশ্ন হইলে বক্তৃতাদানে অসুবিধা হয়। মৌলবী সাহেবের যত প্রশ্ন আছে, আমি ইন্‌শাআল্লাহ্ প্রত্যেকটার জবাব দিব, কিন্তু পরে, এখন না।" মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেব একটি চাকরের মাথায় হাদিস ও তফসিরের বহু বড় বড় গ্রন্থাদি লইয়া আসিয়াছিলেন। প্রথম দিন ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু সম্বন্ধে বক্তৃতা হইবার পর স্থির হইল যে, আগামীকল্য সন্ধ্যার সময়ও বক্তৃতা হইবে। দ্বিতীয় দিনও বক্তৃতা হইল। চা ও নাস্তার বন্দোবস্ত পূর্ববত সুন্দর ভাবে ছিল। হাকিম সাহেব বড় বাগ্মী (orator) ছিলেন। তাঁহার যখন খুব জোস আসিত, তিনি মাথা হইতে পাগড়ী

ও গা হইতে শেরওয়ানী খুলিয়া ফেলিতেন। শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার বক্তৃতা মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিতেন। দ্বিতীয় দিন হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর দাবী সম্বন্ধে বক্তৃতা হইল ও স্থির হইল যে, আবার বক্তৃতা হইবে। এইরূপে পর পর চারদিন বক্তৃতা হয়। সন্ধ্যা ৮টা হইতে রাত্রি ১১টা ১২টা পর্যন্ত। তৃতীয় দিন হযরত মসিহে মাউদ (আঃ)-এর দাবীর দালায়েল যখন হাকিম সাহেব পেশ করিলেন তখন সভাপতি সামশুল ওলামা কামালউদ্দিন সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) যদি নবী হন তবে ঠিক যে দালায়েল দ্বারা তাঁহার নবুয়ত সাব্যস্ত হয়, ঠিক সেই দালায়েল হযরত মীর্যা সাহেবের বেলায়ও প্রয়োগ হইল। সুতরাং মোহাম্মাদ (সাঃ) যদি নবী হন, তবে মীর্যা সাহেবও নিশ্চয়ই নবী।" ইহাতে কেহ কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। চতুর্থ দিন মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেবকে সওয়াল করিতে অনুরোধ করা হইলে তিনি বলিলেন, "আমার যে সকল প্রশ্ন ছিল জনাব হাকিম সাহেব তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে সে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়া দিয়াছেন। এখন আমার কোন প্রশ্ন নাই।" তারপর অন্যান্য উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে কেহ কেহ প্রশ্ন করিলেন এবং হাকিম সাহেব তাহার জওয়াব দিলেন। তাঁহারা তাঁহার জওয়াবে সন্তুষ্ট হইলেন। এইরূপে চারদিন মিটিং-এর পর খানবাহাদুর কবিরুদ্দিন সাহেব (চট্টগ্রাম বিভাগের তখনকার ইকস্পেক্টর অব স্কুল) বলিলেন, "ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, মীর্যা সাহেব দ্বারা ইসলাম যথেষ্ট শক্তি লাভ করিয়াছে। এ বিষয়টি বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা কর্তব্য।"

এরপরেও দুই এক মাস পরে পরেই সামসুল ওলামা সাহেব তাঁহার বাসাতে তাঁহার বন্ধুবর্গকে চায়ের নিমন্ত্রণ করিতেন এবং বলিতেন, "আজ কাদিয়ানী ইভেনিং। শুধু এই বিষয়ই আলাপ আলোচনা করিব।" এবং তিনি তাহাই করিতেন। প্রথম দিন বক্তৃতার পর আমরা প্রফেসার ছানাউল্লাহ ও মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেবের সঙ্গে তাঁহাদের বাসায় দেখা করিয়াছিলাম। মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেব হযরত মসিহে মাউদ (আঃ)-এর সমস্ত কিতাব আনাইয়া পাঠ করা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মুখে আমি শুনিয়াছি সামছুল ওলামা কামালউদ্দিন সাহেব প্রথম তাঁহাকে হকিকাতুল ওহি পড়িতে দিলেন এবং খাস করিয়া হযরত মসিহে মাউদ (আঃ)-এর এলহামগুলি পড়িতে বলেন। তিনি ঐ কেতাব তাঁহার বাসায় লইয়া গিয়া এই এলহামাতগুলি যখন পড়া আরম্ভ করিলেন তখন প্রথম পৃষ্ঠা শেষ করিয়া দ্বিতীয় পৃষ্ঠা পড়িতেই তাঁহার চক্ষে পানি আসিয়া গেল। তিনি চোখের পানি মুছিয়া আবার পড়া আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আবার সেই অবস্থা, তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তারপর তিনি চোখের পানি মুছিয়া মনে মনে ভাবিলেন একি হইল! আমার এভাব হয় কেন? মনটা একটু শক্ত করিয়া লইয়া তৃতীয়বার তিনি পড়া আরম্ভ করিলেন; কিন্তু এক পৃষ্ঠা শেষ হইতে না হইতেই আবার সেই অবস্থা। তিনি কিছুতেই চক্ষের পানি বন্ধ করিতে পারিলেন না। সেই সময় হইতেই হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) সম্বন্ধে তাঁহার মনে এক অসাধারণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা আসিয়া গেল এবং পরে যখন সামসুল ওলামার সঙ্গে দেখা হইল তখন এলহামাত পড়িবার সময় তাঁহার যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা তিনি বলিলেন। সামসুল ওলামা সাহেব শুনিয়া বলিলেন, "তবে ত আপনি কাদিয়ানী হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু আপনি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি, যে কত বড় বিরুদ্ধাচরণের সম্মুখীন আপনাকে হইতে হইবে? তদুত্তরে মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেব বলিয়াছিলেন, "মীর্যা সাহেবের দাবীর সত্যতা সম্বন্ধে যদি আমার সারাহ্-সদর (অর্থাৎ সম্পূর্ণ হৃদয়-

ঙ্গম) হয়, তবে ত আমি মৃত্যুরও পরওয়া করিব না।" এই কথা শুনিয়া সামসুল ওলামা উর্দুতে বলিয়াছিলেন, 'বাপরে বাপ! মায়তু এতনা দূর নেহি যা ছাক্তা হু।' এরপর আমার সঙ্গে যখন কামালউদ্দিন সাহেবের দেখা হইল তখন তিনি আমাকে বলিলেন, "মৌলবী আবদুল লতিফ ত আপকা শিকার হোগিয়া হে।" কিন্তু তখনও মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেব বয়াত করেন নাই; কিন্তু আহ্‌মদিয়াত সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে যখনই আমার কথাবার্তা হইত (রাস্তায় হউক বা বাসায় হউক) তিনি যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া এই বিষয়ে আমার সহিত আলাপ করিতেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোনদিক দিয়া যে চলিয়া যাইত, তাহা যেন তাঁহার খেয়াল থাকিত না।

চট্টগ্রামের আলেমগণ যখন দেখিলেন যে, উক্ত সহরের উচ্চশ্রেণীর লোকদের মধ্যে আহ্‌মদিয়াতের প্রভাব যথেষ্ট বিস্তারিত হইয়াছে তখন তাঁহারা সামসুল ওলামা সাহেবকে ধরিলেন যেন আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে জনাব হাকিম সাহেবের সহিত মোনাজারা করা হয়। সামসুল ওলামা সাহেব তাহাদিগকে বলিলেন, 'মোনাজারাতে তো আপনারা ঝগড়াঝাটি করিবেন। আমি এ সকল পছন্দ করি না।" মৌলবীগণ বলিলেন, "না ঝগড়া বা অশান্তি কিছুই হইবে না, আমরা ভদ্রভাবেই আলোচনা করিব।" তখন সামসুল ওলামা সাহেবের কথামত হাকিম সাহেবকে আবার ডাকান হয়। এবার চট্টগ্রাম অন্দরকিল্লাহ জুমা মসজিদে বৈঠক হয়, তাহাতে বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। প্রথম প্রশ্ন হইল, "আহ্‌মদীগণ তফসির মানে কি না।" হাকিম সাহেব বলিলেন যে, "কোরআনের তফসির কোরআনই সবচেয়ে ভাল এবং তারপর স্থান হচ্ছে এমন তফসিরের যাহা কোরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে নয়। হযরত মসিহে মাউদ (আঃ)-এর শিক্ষা অনুযায়ী আমরা দেখিতে পাই যে, কোন তফসিরে এমন কথা আছে যাহাতে পয়গম্বরগণের বা রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অসম্মান হয়। যথা এক তফসিরে আছে যে, হযরত দাউদ (আঃ) উরিয়া নামক এক ব্যক্তির বিবির প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন এবং সেই ব্যক্তিকে দূর দেশে প্রেরণ করাইয়া কতল করাইয়া সেই বিবিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। হযরত রসুলে করীম (সাঃ) সম্বন্ধেও হযরত জয়নাব (রাঃ)-এর বিবাহ বিষয় লইয়া তফসিরে এমনসব কথা আছে যাহাতে রসুলুল্লার (সাঃ)-এর চরিত্রে আঘাত পড়ে। এই ধরণের তফসির আমরা মানিতে প্রস্তুত নহি।" কিন্তু মৌলবীগণ ধরিয়া বসিলেন। কোরআন ও কোরআন-এর তফসিরের মধ্যে কোন তফাৎ নাই। তফসিরে যা আছে, সব মানিতে হইবে। যাহা হউক, মোনাজারার শেষটা এমন অবস্থাতে আসিয়া পৌঁছিল যে, হাকিম সাহেব বলিলেন, "আপনারা যদি কোন যুক্তিসঙ্গত অসুল মতে কথাবার্তা না বলেন এবং একজনকে আপনাদের মুখপত্র না করিয়া প্রত্যেক মৌলবী সাহেব যদি আমার সঙ্গে তর্কে অগ্রসর হন, তাহা হইলে আপনাদের সাথে আমার কথাবার্তা চলিতে পারে না। এই বলিয়া তিনি সভা ত্যাগ করিলেন এবং মৌলবীগণ প্রাণ খুলিয়া আহ্‌মদিয়াতের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন।

মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেব মসিহে মাউদ (আঃ)-এর কেতাব পড়িয়া যখন তাঁহার মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল, তখন বয়াতের পত্র লিখিয়া ডাকে দিতে যাইয়া আবার মনে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন এত আলেম তাঁহার বিরুদ্ধে কুফরি ফতওয়া দিতেছে; আমি কি একাই তাহাদের সকলের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান হইলাম। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার বয়াতের পত্র পকেটেই রহিয়া গেল। আবার একদিন এই পত্র ডাকে দিতে যাইয়া পুনরায় তাঁহার মনে দ্বিধা আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দিনও ডাকে দিতে গিয়া ফেলিলেন না। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,

"এখন কি করি! যদি আমার নিকট কোন এলহাম হয়। তবু মনে সন্দেহ হইতে পারে যে, ইহা শয়তানি এলকা নহেত। কোন খাব দেখিলেও মনে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে। শুধু আল্লাহ্তায়ালার এক জিনিস আছে যেখানে শয়তানের কোন দখল নাই। এইরূপ চিন্তা করার পর তিনি একদিন ওলিখার মসজিদে ফজরের নামাজ পড়াইয়া (ওলিখাঁর মসজিদ তাঁহার বাড়ীর সংলগ্ন এবং চট্টগ্রামের এক বড় মসজিদ। তিনি ঐ মসজিদের ইমাম ছিলেন।) (সোহাগীর পণ্ডিত আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী সাহেব আমাকে বলেন যে, তিনি উক্ত মসজিদের মতওয়াল্লি ছিলেন ও আন্দর কিল্লা জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন।—লেখক তিনি খুব দোয়া করিতে লাগিলেন। যখন সকল লোক চলিয়া গেল তখন মসজিদের এক তাক হইতে একখানি কোরআন শরীফ লইয়া দোয়া করিয়া এই মনে করিয়া খুলিলেন, "প্রথম যে আয়াতের উপর আমার নজর পাড়িবে সে আয়েতের নির্দেশ অনুসারে কাজ করিব।" ইহা মনে করিয়া কোরআন শরীফ খুলিলেন এবং মাঝখান হইতে একটি আয়াতের উপর তাঁহার প্রথম দৃষ্টি পড়িল। সেই আয়াতে লেখা ছিল "হে আমার কওম, তোমরা দায়ী-আল্লাকে (আল্লার দিকে আহ্বানকারীকে) গ্রহণ কর, এবং যাহারা আল্লার দিকে দাওয়াতকারীকে গ্রহণ করে না তাহারা আল্লাহ্তায়ালার কোন কাজ পণ্ড করিতে পারে না।" এই আয়াতটি পড়া মাত্র মৌলবী সাহেব মনে করিলেন যে, ইহা খোদার তরফ হইতেই হইল। তাঁর মনের সকল দ্বিধা দূর হইয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ বাহিরে গিয়া তাঁহার পকেটে রক্ষিত বয়াতের পত্রখানি ডাকে দিলেন। এরপর খান বাহাদুর আবদুস সাত্তার সাহেব যখন শুনিলেন যে, মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেব আহ্মদী সেল-সেলায় বয়াত করিয়াছেন তখন তিনি তাঁহার বাড়ীতে গিয়া মৌলবী সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলেন এবং তিনি যে কথা শুনিয়াছেন তাহা সত্য কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেব উত্তরে বলিলেন, "ঐ বিষয় আমি যথেষ্ট অধ্যয়ন করিয়াছি, চিন্তা করিয়াছি এবং আল্লাহ্তায়ালার নিকট দোয়াও করিয়াছি। যখন আমার সম্পূর্ণ সরা-সদর হইয়াছে, তখন বয়াতের পত্র দিয়াছি।" ইহা শুনিয়া আবদুস সাত্তার সাহেবও চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনিও বয়াত করিবেন কিনা। এবং আমার সঙ্গে ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ করিয়া এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই সব কারণে চট্টগ্রামে ভিতরে ভিতরে বেশ একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। আমি মনে করিলাম যে, যখন সকলের মনোযোগ এই দিকে ধাবিত হইয়াছে, তখন ইহা একটা **Psychological time**। হযরত সাহেবকে পত্র লিখিলাম, "হুজুর চিটাগাং-এর এই অবস্থা, এই সময় যদি ইংরাজী ও আরবী জানা ভাল, দুই এক জন আলেম পাঠাইতেন, তাহা হইলে হয়ত আল্লাহ্তায়ালা এইখানে একটা জামায়াত দিতে পারেন। আমার পত্র পাওয়া মাত্র হযরত সাহেব (আইঃ) হযরত ছৈয়দ মোহাম্মাদ সারওয়ার সাহ্ সাহেব, মৌলানা আবদুর রহমান সাহেব মিশ্রি এবং চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মাদ সায়ালকে চট্টগ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। (আঃ রহমান মিশ্রি হিন্দু হইতে মুসলমান হইয়াছিলেন। খলিফাতুল মসিহ্ আউয়াল তাঁহাকে মিশরে আরবী শিখিতে পাঠাইয়াছিলন)।

ইহারা চট্টগ্রামে পৌছিলে শহরে এমন একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল যে, হাটে, মাঠে, ঘাটে, কাচারী ও বাজারে সর্বত্র এই কাদিয়ানি বিষয়ক চর্চা হইত এবং মৌলবীগণের প্রচারণার ফলে একটা ভয়ানক উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেবের বাসাতে যে ঘরে কিছুদিন আগে পর্যন্ত জুময়ার নামাজ হইত ও আঞ্জুমানের অফিস ছিল সেইখানে হযরত মৌলানা সারওয়ার শাহ্ সাহেবের একটা বক্তৃতার

আয়োজন করা হইল। কিন্তু মুখালেফের দল এত আসিয়া জুটিল যে তাঁহারা মৌলানা সাহেবকে ধীরভাবে বক্তৃতা দিতে দিল না। কথায়-কথায় প্রশ্ন ও বাঁধার সৃষ্টি করিতে লাগিল। মৌলবী আবদুস সাত্তার সাহেব বিষয়টি নিজে ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য প্রাইভেটভাবে তাঁহার বাড়ীতে উভয়পক্ষের অল্প সংখ্যক লোককে ডাকিলেন। কিন্তু শহরে তখন এত উত্তেজনা যে, তাঁহার বাড়ী জনতাতে পূর্ণ হইয়া গেল এবং উভয়পক্ষের ভদ্র ভাবের আলোচনার যে সম্ভাবনা ছিল, তাহা কার্যে পরিণত হইতে পারিল না। জনসাধারণের বিরুদ্ধাচরণ দেখিয়া মৌলবী আবদুস সাত্তার ভয় পাইয়া গেলেন এবং আহ্‌মদীয়াতের দিকে আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। পাঞ্জাব হইতে আগত আলেমগণকে চট্টগ্রাম জুমুয়া মসজিদের সংলগ্ন ইসলামিয়া বোর্ডিং-এর লাইব্রেরী ও বোর্ডিং ঘরে থাকিবার স্থান দেওয়া হইয়াছিল। সেই ঘরটি ছিল ছনের ছাওয়া। একদিন শেষ রাত্রে সেই ঘরে এক দুর্বৃত্ত আগুন লাগাইয়া দিল। ব্রাহ্মনবাড়ীয়ার চৌধুরী এ:দাদ আলী পাঞ্জাব হইতে মৌলানাগণের আসার সংবাদ শুনিয়া (হাতে টাকা ছিল না) বিবির গহনা বন্ধক রাখিয়া চট্টগ্রামে উপস্থিত হইলেন। তিনি রাত্রে মৌলানাদের পাহারা দিতেন, ঘরে আগুন লাগান মাত্র তিনি টের পাইলেন এবং চীৎকার করিয়া আগুন নিবাইতে গেলেন, ঘরের ছাউনি হইতে যে অংশে আগুন লাগিয়াছিল, তথা হইতে ছন টানিয়া টানিয়া নামাইতে লাগিলেন এবং খোদার ফজলে আরো লোকের সাহায্যে আগুন নিবাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দুইটি হাতই পুড়িয়া গিয়াছিল।

চট্টগ্রাম সহরে তখন চলাফিরার একমাত্র বাহন দিল ঘোড়ার গাড়ী। মৌলবীদের প্রচারণার ফলে গাড়ী-ওয়ালারা মৌলানা সাহেবদিগকে লইয়া যাইতে অস্বীকার করিল। এইরূপে চট্টগ্রামে তাঁহাদের চলাফিরা বন্ধ হইয়া গেল। তখন অগত্যা তাহারা কয়েক দিন থাকিয়া কাদিয়ান ফিরিয়া গেলেন; কিন্তু যে কয়দিন তাঁহারা ছিলেন, দিনের বেলায় কোন লোক তাঁহাদের নিকট আসিতে সাহস করিত না; কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে অনেকেই বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষিত লোকগণ আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিতেন ও আলাপ আলোচনা করিতেন। সামসুল ওলামা কামালউদ্দিন সাহেবও আসিতেন। কিন্তু বিরুদ্ধাচরণের প্রচণ্ডতা দেখিয়া তিনিও যেন নিজকে নিঃসহায় মনে করিতে লাগিলেন। মৌলবী আবুল হাসেম খাঁ সাহেব মৌলানা সাহেবদের আসার সাথে সাথেই চিটাগাং-এ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহারা যতদিন ছিলেন ততদিন চিটাগাং-এ ছিলেন।

চট্টগ্রাম ইসলামিয়া বোর্ডিং এর সুপারিণটেনডেণ্ট থাকা কালে বোর্ডিং-এর ছাত্রগণ আমার খুব ভক্ত ছিল। একবার ঈদের পূর্বে আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা অন্য লোকের মত যন্ত্রের ন্যায় বা গ্রামোফন শুনার মত নামাজ ও খোত্‌বা আদায় করা পছন্দ কর, না যে নামাজে প্রাণ আছে এমন নামাজ পড়িতে চাও এবং যে খোত্‌বাতে প্রাণ আছে এমন খোত্‌বা শুনিতে চাও? তাহারা একবাক্যে বলিল, "Sir আপনার সহিত আমরা নামাজ পড়িতে চাই।" ইসলামিয়া বোর্ডিংটী ছিল জুমুয়া মসজিদের সংলগ্ন, তারপর সে বোর্ডিং তেতালা দালান হইয়াছে। আমি বোর্ডিং-এর ছাত্রদিগকে লইয়া, মাদ্রাসা পাহাড়ের উপরের মাদ্রাসা সংলগ্ন খালি মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করিলাম। ইহাতেও গাজিয়ানদের মধ্যে খুব হৈ চৈ পড়িয়া গেল। আমার যতদূর মনে হয় এই ঘটনা আমার দীর্ঘ ছুটী লইয়া কাদিয়ান যাওয়ার পূর্বে হইয়াছিল।

কাদিয়ান হইতে ফিরিয়া আসার পর আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল ; সে কথা আমায় বেশ মনে আছে। ইহা ১৯১৭ বা ১৯১৮ সনে ঘটিয়াছিল। সামসুল ওলামা সাহেব ষ্টেট স্কলারসিপ লইয়া ক্যাম্ব্রিজে যাওয়ার প্রাক্কালে তাঁহার মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রগণ তাঁহাকে বিদায় দেওয়ার জন্য বেশ বড় রকম একটা মিটিং-এর ব্যবস্থা করে এবং সহরের গণ্যমান্য লোকগণকেও ইহাতে নিমন্ত্রিত করে। আমি সেই মিটিং-এ উপস্থিত ছিলাম। শিক্ষক ও ছাত্রদের মানপত্র দান ও বক্তৃতাদির শেষে সামসুল ওলামা সাহেব বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইলেন। তিনি উর্দুতে বক্তৃতা করিলেন। সভার উদ্যোক্তাগণকে ধন্যবাদ দিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি এখান হইতে দুই বৎসরের জন্য চলিয়া যাইতেছি, একটা মহাযুদ্ধ চলিতেছে, জীবন মরণ খোদার হাতে, বাঁচিয়া থাকিলেও এইখানে আসিব কিনা তাহাও বলিতে পারি না। কাজেই আপনাদের সম্বন্ধে আমার মনের কথা বলা আমি আবশ্যক মনে করি। কারণ ব্যারাম জানিতে না পারিলে চিকিৎসা হয় না এবং আমি চলিয়া যাইতেছি বিধায় মন খুলিয়া কথা বলিতেও আমার আর ইতস্ততঃতা নাই। আমি এই মাদ্রাসার ছাত্র ছিলাম এবং এত বৎসর (১০।১২ বৎসরের কম হবে না) এই মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট-এর কাজও করিলাম। এই মাদ্রাসার শিক্ষকগণকে খাটিভাবে চিনিবার আমি যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছি। আপনাদের মধ্যে প্রকৃত ইমান, মনুষ্যত্ব, আন্তরিকতা, এসব কিছুই নাই। আছে শুধু বাহ্যাড়ম্বর ও বক্তৃতায় থিয়েটারী ভাব। আপনারা টুপিওয়ালা হন বা পাগড়িওয়ালা হন, শিক্ষক হন বা ছাত্র হন, বৃদ্ধ হন বা যুবক হন বা বালক হন, কাহারো মধ্যে আমি প্রকৃত মনুষ্যত্ব পাই নাই। কেবল দেখানো ভাবটা খুব বেশী। এই সব সংশোধন না হইলে আপনাদের তথা ইসলামের উন্নতি কি করিয়া হইতে পারে? এই কথাগুলি যখন তিনি বলিতেছিলেন তখন তাঁহার গণ্ড বহিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল।

[মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব বলিয়াছেন যে, মৌলবী মোবারক আলী সাহেবের নিকট হইতে তিনি শুনিয়াছেন সকল মৌলবীদেরকে এই কথা তিনি সামসুল ওলামা বলিলেন যে, 'কেবল একজন মানুষ আমি এখানে পাইলাম যাহার মধ্যে প্রকৃত ইসলাম ও মনুষ্যত্ব আছে ; তিনি হইলেন মৌলবী মোবারক আলী সাহেব'—লেখক]

যতদূর মনে হয় ১৯১৮ সনে মিষ্টার কে সি. রায় আই. সি এস চট্টগ্রামের ডিভিশনাল কমিশনার ছিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলে যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, আমি আহ্‌মদী, তখন তিনি আমার সঙ্গে আরো বিশেষ ভাল করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন এবং রেভারেণ্ড মিষ্টার ওয়াণ্টার লিখিত "আহ্‌মদীয়া মুভমেণ্ট" নামক ইংরাজী কিতাবখানি আমাকে পড়িতে দিলেন। (মিষ্টার ওয়াণ্টার ব্রাহ্মনবাড়ীয়া মিশনের পাদরী ছিলেন) আহ্‌মদীগণের মধ্যে যে বেশ একটা নতুন ধর্মভাব এবং আন্তরিকতা আছে, মিষ্টার রায় ইহা বিশ্বাস করিতেন। তিনি আমাকে বলিলেন, "তোমাদের সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট মহলে ভুল ধারণা আছে।" ইহার কারণ তিনি বলিলেন, "তোমাদের সম্বন্ধে কোন বিষয় অনুসন্ধান আবশ্যক হইলে সেই অনুসন্ধানের ভার পড়ে হয় কোন মুসলমান অথবা কোন ইউরোপিয়ান অফিসারের উপরে। মুসলমানগণ সাধারণতঃ তোমাদের বিরুদ্ধে ; কাজেই তাঁহারা তোমাদের বিরুদ্ধেই রিপোর্ট দেন। ইউরোপিয়ান অফিসারের দ্বারা অনুসন্ধানের ভার থাকিলে তিনি হয়ত তাঁর অধিনস্ত কোন হিন্দু অফিসার বা মুসলমানের নিকট ভার দেন। পাঞ্জাবের ঐদিকে হিন্দুগণও তোমাদের বিরুদ্ধে এবং মুসলমানগণও তোমাদের বিরুদ্ধে, কাজেই ইউরোপিয়ান অফিসার

যে রিপোর্ট পান, তাহাই উপরে পাঠাইয়া দেন। অবশ্য খুব কম ক্ষেত্রেই exception বা এর ব্যতিক্রম হইত। মিষ্টার কে. সি রায় আমাকে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, চিটাগাং-এর লোক আমার বিরুদ্ধে। কিন্তু তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই। উপস্থিত কর্মচারিরা সকলে তোমার উপরে সন্তুষ্ট।" ব্রাহ্মনবাড়ীয়ার কাছাইট গ্রামে (মরহুম মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের গ্রাম) একবার গয়ের আহ্‌মদীগণ ভয়ানক বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করে এবং তথায় শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা হয়। আমি এই সংবাদ মিষ্টার কে. সি. রায়কে দেওয়া মাত্র তিনি আদেশ দিলেন, যেন আহ্‌মদীদের নিরাপত্তা কিছুতেই ব্যাহত না হয়। ব্রাহ্মনবাড়ীয়ার ডিপুটি সুপারিনটেনডেণ্ট অব পুলিশ তৎক্ষণাৎ ঐ গ্রামে গিয়া গ্রামের লোকদিগকে জানাইয়া দিলেন এবং সবগুলি লোক থামিয়া গেল।

মিষ্টার টেইলার (যিনি ঢাকা ট্রেনিং কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল এবং আমার প্রফেসার ছিলেন) A.D P I. For Mohamadan Education হইয়া যখন চিটাগাং এ আসিলেন তখন আমাকে বলিলেন, "তোমার বিরুদ্ধে আকাশে এক ঝড় হইয়া ঐখানেই বিলিন হইয়াছে। তুমি কিছু জান কি?" আমি বলিলাম, "না ইহার আমি কিছুই জানি না। তিনি বলিলেন, "চট্টগ্রামের প্রায় ৩০০ শত লোকের দস্তখত করা একখানা দরখাস্ত তোমার বিরুদ্ধে D,P.I.-এর অফিসে পেশ করিয়া প্রার্থনা জানান হয় যে হয়, ঐ কাদিয়ানী হেড মাষ্টারকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করা হউক, অথবা চট্টগ্রাম হইতে বদলী করা হউক। ঐ সম্বন্ধে আমার মত চাওয়া হইলে আমি মত দিলাম, "He is one of our best headmasters If he is transfered form Chittagong, we donot find a suitable man to take his place." (অর্থাৎ—তিনি আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হেড্ মাষ্টার তাঁহাকে বদলি করা হইলে তাঁহার জায়গায় দিবার মত উপযুক্ত লোক আমরা দেখিতেছি না।") তখন নবাব ছৈয়দ সামসুল হুদা গবর্ণরের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বার ছিলেন এবং শিক্ষা বিভাগের ভার উহার উপর ছিল। বিষয়টি যখন তাঁহার নিকট গেল, তিনি মত দিলেন যে, "এই হেডমাষ্টার ছাত্রদের নিকট প্রচার করেন এরূপ কোন অভিযোগ নাই। শুধু তাঁর ধর্মমতের জন্য তাঁহাকে কোন শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে না; বদলীও করা উচিত না। এইরূপ সরকারী কাজে হিন্দু ব খৃষ্টানও ত থাকিতে পারে।"

চট্টগ্রামের কতিপয় লোক জনসাধারণকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেও চট্টগ্রামের উচ্চশিক্ষিত উচ্চপদস্থ ও গণ্যমান্য লোক সকলেই আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিতেন। কেবল একটি লোক মৌলবী কাজেম আলী (কাজেম আলী হাই স্কুলের স্থাপয়িতা) যিনি একজন জননায়ক ছিলেন, তিনি আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে কোন কসুর (উপায়) বাকী রাখেন নাই। একদিন সন্ধ্যার সময় এক বড় সদাগরের বাড়ীতে গণ্যমান্য ভদ্রলোকদের খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। আমিও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। সন্ধ্যার সময় আমরা সেই বাড়ীতে গিয়া খাওয়ার পূর্বে যখন গল্পসল্প করিতেছিলাম—দূর হইতে দেখা গেল ঐ কাজেম আলী মাষ্টার বাড়ীওয়ালার সঙ্গে কি যেন কথাবার্তা বলিতেছেন। জানা গেল ক দিয়ানীর সঙ্গে তিনি খাইতে ঘোর নারাজ। তাঁহার ইচ্ছা আমাকে অপাতেয় করিয়া অপমানিত করা। আমি ইহা জানিতে পারিয়া উঠিয়া চলিয়া আসিবার জন্য রাস্তায় বাহির হইলাম। বাড়ীওয়ালা আবদুল খালেক চৌধুরী সাহেব দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে ধরিলেন এবং বলিলেন, "আপনি আমার সঙ্গে খাইবেন।" আমি বলিলাম, "আমি যদি খাই সকলের সঙ্গে খাইব। আলাদা হইয়া খাইব না, আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে

যথেষ্ট খাইতে দিয়াছেন। আমি ভাতের কাঙ্গালি নই।" ইতিমধ্যে নিমন্ত্রিত অন্যান্য ভদ্রলোকগণও দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "যদি হেডমাষ্টার সাহেব আমাদের সঙ্গে না খান, তবে আমরাও খাইব না।" তখন মেজমান সাহেব অগত্যা বাধ্য হইয়া আমাদের সকলকে একত্রে খাওয়াইলেন এবং কাজেম আলী সাহেব রাগ করিয়া না খাইয়া চলিয়া গেলেন। মসিহ্ মাউদ (আঃ) এর এলহামে—"ইন্নি মুইনিম মান আরাদা এহালাতাকা ওয়া ইন্নি মুহিনুন মান আরাদা এহালাতাক।"—অর্থাৎ যাহারা তোমাকে সাহায্য করিবে আমি তাহাদিগকে সাহায্য করিব এবং যাহারা তোমাকে লাঞ্ছিত করিতে চেষ্টা করিবে আমি তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিব। ইহা আমার বেলায় হাতে হাতেই ফলিতে দেখিলাম। শুধু এই একবার নয়, আরো কয়েক বার এই নিদর্শন আল্লাহ্ আমাকে দেখিবার সুযোগ দিয়াছেন। ১৯১৭।১৮ বা ১৯ সনে চট্টগ্রাম থাকা কালে আমি প্রতি বৎসর শীতকালে, কোন কোন বৎসর বর্ষাকালে হাপানিতে ভয়ানক ভুগিতাম এবং এই জন্য আমার স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হয়। ১৯১৯ সনে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র আমার ছোট ভাই বেলায়েত আলী কলিকাতায় বসন্ত রোগে মারা যায়। ইহাতে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছিলাম। সেই বৎসরই এক মাসের মধ্যে আমাদের গ্রামেও এত বসন্ত হয় যে, আমার ছোট ভগ্নি আয়েসা (মরহুম সুফি মতিয়ার রহমান এম. এ. বেঙ্গলির প্রথমা স্ত্রী) সদ্যজাত শিশুপুত্রসহ পরলোক গমন করেন। এমন সময় হযরত সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী পত্র লিখিলেন, "আপনি নাইজেরিয়াতে শিক্ষা ও মিশন কাজের জন্য যাইতে পারেন কিনা?" আমি উত্তর দিলাম "হাঁ আমি যাইতে প্রস্তুত আছি।" এরপর আমি দুই বৎসরের ছুটি প্রার্থনা করি; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ আমাকে এলাউন্স সহ ছয় মাসের ছুটি দেন এবং আমি পশ্চিম আফ্রিকায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হই। অনুসন্ধানে জানিলাম ইংলণ্ড হইয়া যাইতে হইবে। ইহা ১৯১৯ সাল ছিল।

(ক্রমশঃ)

কয়েকটি উদ্ধৃতি

আবু তবশির সেলবর্ষী

(এক)

আল্লাহ্তায়ালা বলেন,—

"আমি রছুল প্রেরণ না করিয়া কখনও আজাব প্রেরণ করি না।"—(বনি-ইছরাইল, ২ রুকু)।

"এমন কোন অঞ্চল নাই যাহা আমি কিয়ামত কালের পূর্বে ধ্বংস না করিব অথবা ইহাতে ভয়ানক কঠিন আজাব না পাঠাইব।"—(বনি ইছরাইল, ৬ রুকু)।

(দুই)

হযরত ঈছা (আঃ) বলেন ঃ

"আর তোমরা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনিবে;.....কারণ জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে এবং স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হইবে।.....তৎকালে এরূপ 'মহাক্লেশ' উপস্থিত হইবে, যেরূপ জগতের আরম্ভ

অবধি এ পর্যন্ত কখনও হয় নাই, কখনও হইবেও না। .....বাস্তবিক নোহের সময়ে যেরূপ হইয়াছিল, মনুষ্যপুত্রের আগমনেও তদ্রূপ হইবে।"—(মথি, ২৪ অধ্যায়)।

"সেইরূপ লোটের সময়ে যেমন হইয়াছিল ....মনুষ্যপুত্র যেদিন প্রকাশিত হইবেন, সে দিনেও সেইরূপ হইবে।" (লুক, ১৭ : ২৮, ৩০)।

(তিন)

হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) বলেন,—

"শুধু ভূমিকম্পই নয়, বরং আরো ভীতিপূর্ণ বিপদাবলী প্রকটিত হইবে—কিছু আকাশ হইতে এবং কিছু ভূতল হইতে। ইহা এই জন্য হইবে যে, মানব-জাতি আপন স্রষ্টিকর্তার উপাসনা ছাড়িয়া দিয়াছে এবং মনপ্রাণ ও শক্তি দিয়া পার্থিব বিষয়ে নিমজ্জিত হইয়াছে। যদি আমি না আসিতাম, তবে এই সকল বিপদরাশি আসিতে কিছু বিলম্ব ঘটিত। খোদাতায়ালার ক্রোধ বহুদিন যাবৎ লুক্কায়িত ছিল। আমার আগমনের সঙ্গে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন :—

'রছুল প্রেরণ না করিয়া আমি কখনো শাস্তি অবতীর্ণ করি না।'

(কোরান শরীফ—ছুরা বণি ইসরাইল, রুকু—২)

অনুতাপকারিগণ নিরাপদ থাকিবে। বিপদ আসিবার পূর্বেই যাহারা ভীত হয় তাহাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। তুমি কি মনে করিয়াছ যে, এই সকল ভূমিকম্প হইতে তুমি নিরাপদে বাঁচিয়া যাইবে? স্বীয় প্রচেষ্টায় আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে? মানুষের চেষ্টা সেদিন অচল হইবে। মনে করিও না যে, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে গুরুতর ভূমিকম্প আসিয়াছে, কিন্তু তোমাদের দেশ নিরাপদ থাকিবে। আমি তো দেখিতেছি হয়ত তোমরা তাহা হইতেও গুরুতর বিপদের মুখে পড়িবে।

হে ইউরোপ, তুমিও নিরাপদ নহ। হে এশিয়া, তুমিও নিরাপদ নহ। হে দ্বীপবাসিগণ, কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না।

আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জনমানব শূন্য পাইতেছি। সেই একমেবাদ-দ্বিতীয়ম খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সহ্য করিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিবেন।

যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক, ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এদেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসিবে, লুতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে।

খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। যে ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নহে, কীট; তাঁহাকে যে ভয় করে না, সে জীবিত নহে, মৃত।"

(হকীকাতুল-ওহী, ১৯০৬ ইসাব্দ)।

(চার)

মৌলানা মোহাম্মাদ আকরম খাঁ, মৌলানা শামছুল হক, মৌলানা নূর মোহাম্মাদ আজমী, মৌলানা মুস্তাছির আহ্‌মদ রহমানী ও মৌঃ নুরুদ্দীন আহ্‌মদ বলেন,—

"সম্প্রতি আমরা অতি ঘন ঘন আছমানী বালা মুছিবতের শিকারে পরিণত হইতেছি। সেই সকল বালা মুছিবত যে কত ভীষণ এবং ভয়াবহ তাহা ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। তাহার একটির তুলনায় অপরটি আরও ভীতিপ্রদ সর্বনাশা হইয়া নাযিল

হইতেছে। বিগত ১৯৬১ সনের যে ঘূর্ণিঝড়ে চট্টগ্রাম এবং বরিশালের দক্ষিণাঞ্চল বিধ্বস্ত হইয়াছিল, মনে করা হইত যে, উহাই ছিল সর্বকালের ঐতিহাসিক প্রলয়কাণ্ড। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘূর্ণি ঝড় এবং সামুদ্রিক ছয়লাব নিশ্চিতভাবে উহা অপেক্ষাও ভীষণ মারাত্মক এবং ধ্বংসকারী হইয়াছে। উহা ঠেকাইবার জন্য সরকারী উদ্যম এবং প্রচেষ্টার কোন অভাব না থাকা সত্ত্বেও উহা যেন মানবীয় শক্তির চ্যালেঞ্জ হইয়া আসিতেছে এবং সকল সাধ্যসাধনা ও প্রচেষ্টাকে নিমেষে তচনচ করিয়া দিয়া তাহার অকিঞ্চিৎকর হওয়া চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে। শত শত মাইল ব্যাপী সামুদ্রিক ছয়লাব এবং ৮০ হইতে ১০০ মাইল বেগে ঘূর্ণিপ্রবাহ রোধ করার কি শক্তি মানুষের আছে? ইহার ফলে সংঘটিত ক্ষতিপূরণ করার শক্তিই বা মানুষের কতটুকু? অসংখ্য জান-মাল, পশু পক্ষী, ঘর-বাড়ী, বাগ-বাগিচা, শহর-বন্দর, নগর-পোতাশ্রয়, হাটবাজার, নৌকা-জাহাজ, এমন কি গোটা দ্বীপাঞ্চল ও বস্তি এলাকা, ফল-ফসল, সঞ্চিত শস্যগোলা প্রভৃতি মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এমন ভাবে নেস্তানাবুদ হইয়াছে, যাহার সহিত কোরানে বর্ণিত প্রাচীন নাফরমান কওমের প্রতি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত আজাবের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। বনী ইছরাইলগণ তাদের পয়গম্বরের সহিত পরস্পর ওয়াদা খেলাফের দরুন নানারূপ আজাবে গেরেফতার হইয়াছিল। আদ ও ছমুদকে আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের ঔদ্ধত্য এবং নাফরমানীর জন্য প্রবল ঝন্ঝা বায়ুর তর্জন গর্জনে চূর্ণ বিচূর্ণ করতঃ ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন, হযরত নূহ আঃ)-এর কওমকে আল্লাহ্ ভীষণ প্লাবন দ্বারা ধ্বংস করিয়াছিলেন। সাম্প্রতিক ঘন ঘন আসমানী বালা মুছিবত দেখিয়া স্বভাবতঃই অতীতের সেই সকল ঘটনা আমাদের মনে পড়িতেছে। হয়তো বা জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে আমরাও আল্লাহ্র গুরুতর নাফরমানীতে ব্যাপকভাবে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছি এবং শরিয়ত বিরোধী আচার-আচরণকে হালাল এবং মোবাহ জ্ঞান করিয়া আল্লাহ্র নাফরমানীতে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছি, সেই জন্যই ঘন ঘন ভয়ঙ্কর মুছিবত নাযেল করিয়া আল্লাহ্ আমাদিগকে সতর্ক করিতেছেন। যদি তাহা না হইবে তবে মানবীয় প্রতিরোধ শক্তিকে তচনচ করিয়া দিয়া বার বার এইরূপ বালা মুছিবত অবতীর্ণ হইবার কারণ কি? যাহা হউক, মানবীয় প্রচেষ্টার দ্বারা এই মুছিবত রোধ করিবার এবং ইহার কারণে সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতির যথাসম্ভব পূরণ করিবার চেষ্টাকে অব্যাহত রাখিয়াও দ্বীন, ঈমান ও কুরআন হাদিসের তাকিদ অনুযায়ী আমাদের গোটা কওমকে আত্মানুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত যে, মুছলমান জাতি আল্লাহ্ ও রছুল তথা ইছলামের কতটুকু ফরমাবরদারী করিতেছে। হয়ত আল্লাহ্র নাফরমানীই এই বালা মুছিবতের মূল কারণ। অতএব সর্ববিধ গোনাহের কার্য হইতে তওবা করা এবং প্রকাশ্য ভাবে সমস্ত গোনাহের মূলোচ্ছেদের জন্য সকলের তৎপর হওয়া একান্ত আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি। আমাদের মতে, দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, হক্কানী ওলামা, বুজুর্গানে দ্বীন এবং সর্বসাধারণ মুছলমানের পক্ষে ব্যাপকভাবে তাওবা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা উচিত। ইহাতে সকল সংবাদপত্র, রেডিও এবং বিভিন্ন সংস্থা সহযোগিতা করিলে খুবই শোভন হইবে।

(আজাদ, ২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২ বাং)

★

ধর্মের নামে খুন

মীর্যা তাহের আহ্‌মদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এক বিশেষ ধর্মনেতার দল কেন এই লজ্জাজনক অবস্থার সৃষ্টি করিলেন? ইহার উত্তর এই যে, কোরকরীমে বর্ণিত ধর্ম ইতিহাস হইতে যেমন প্রমাণিত করা হইয়াছে, এই প্রকার জঘন্য ক্রিয়া সকল কখনও ধর্মের জন্য করা হয় না বরং ধর্মের নামে করা হয়। ধর্মকে কুরবাণীর ছাগ করা হয় এবং উহা দুর্ণামের কালিমা লেপনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। সর্বদা পর্দার অন্তরালে থাকে এমন কোন উদ্দেশ্য যথা, ক্ষমতা লাভের স্পৃহা বা নেতৃত্বের দুর্নিবার আকাঙ্খা, অথবা খ্যাতি সঞ্চয়ের কামনা বা ঈর্ষা ও দ্বেষ। বস্তুতঃ, ১৯৫৩ সনের দাঙ্গা পর্যালোচনার পর তদন্ত আদালতের বিজ্ঞ জজগণও এই নিশ্চিত মীমাংসায় পৌঁছিয়াছেন যে, 'আহ্‌রার উলামাদের' ধর্মের নামে ধর্মবিরুদ্ধ ক্রিয়াকাণ্ড করার পিছনে উদ্দেশ্য অন্য কিছু ছিল। এ সম্পর্কে তাঁহারা লিখিয়াছেন ঃ

"আহরারদের আচরণ সম্বন্ধে আমরা কোন কোমল বাক্য ব্যবহারে অক্ষম। তাহাদের কার্য-কলাপ অতি কদর্য এবং ঘৃণিত ছিল। কারণ তাহারা নিজেদের পার্থিব উদ্দেশ্য হাসেলের জন্য ধর্মের নাম ব্যবহার করিয়া ধর্মকে কলঙ্কিত করিয়াছে।" (১)

"ইহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া পাকিস্তানের স্থায়ীত্বের প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস ও মনোবলকে নষ্ট করা।

(১) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট – ২৫৯ পৃঃ

এই হাঙ্গামার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের নাম ভাঙ্গাইয়া দলাদলি ও বিভেদকে পুষ্ট করা এবং মুসলমানদের একতাকে বিনষ্ট করা।" (১)

অতএব, পাকিস্তানের দুইজন ন্যায়পরায়ণ মহাবিজ্ঞ জজের ফয়সালা মতে—যাহাতে তাঁহারা বহু চিন্তা ও গবেষণার ফলে উপনীত হন ঃ—

"ইসলাম তাহাদের জন্য একটি যন্ত্র বিশেষ ছিল। আবশ্যকমত কোন রাজনৈতিক বিপক্ষদলকে যখন খুশী পেরেশান করিবার জন্য উহাকে তাহারা স্বযত্নে তাকে তুলিয়া রাখিত।

কংগ্রেসের সহিত যোগাযোগ হইলে তাহারা জাতীয়তাবাদী সাজিত এবং ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিত; কিন্তু লীগের সঙ্গে যোগাযোগ হইলে তাহারা ইসলামকেই একমাত্র উদ্দেশ্য বলিত, যাহার ইজারা খোদার নিকট হইতে একমাত্র তাহাদেরই উপর বর্তিয়াছে। তাহাদিগের দৃষ্টিতে লীগ ইসলামের প্রতি কেবল, উদাসীনই নহে বরং ইসলামের শত্রুও বটে। কায়েদে আজম তাহাদের নিকট ছিলেন কাফিরে আজম।" (২)

পুনঃ বলেন ঃ—

"একথা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, আহ্‌মদী বিরোধি যুদ্ধকে তাহারা নিজ অস্ত্রাগার হইতে এক রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে বাহির করিয়াছে। পর-

(১) তঃ আঃ রিঃ পৃঃ—১৪৮

(২) তদন্ত আদালত রিপোর্ট পৃঃ—২৫৪

বর্তি ঘটনাবলি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। রাজনৈতিক দল হিসাবে তাহারা বিশেষ চতুর এবং বিচক্ষণ। তাহারা চিন্তা করিল যদি জনসাধারণকে আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তোলা যায় তাহা হইলে তাহাদের বিরোধিতা করিতে কেহ সাহস পাইবে না এবং তাহাদের এই প্রচেষ্টার যত বিরোধিতা করা হইবে ততই তাহারা জনপ্রিয়তা লাভ করিবে। পরবর্তি ঘটনাবলি দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহাদের এই অনুমান অভ্রান্ত ছিল। (১)

সুতরাং, সুশ্চিতভাবে ইহা প্রমাণিত হয় যে, অতীত যুগের ন্যায় ১৯৫৩ সনেও যে হাঙ্গামা হইয়াছিল, তাহা অবশ্য ধর্মের নামে করা হইয়াছিল, কিন্তু ধর্মের জন্য করা হয় নাই এবং হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের পবিত্র ধর্ম এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্ভব হয় যে, এই বিশিষ্ট নেতৃবর্গ কি প্রকারে এক মুষ্টিমেয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এত ভীষন বিদ্বেষ অনল প্রজ্জলিত করিতে সক্ষম ছিল যে, ইহা সুবিজ্ঞ জজগণ ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র 'সেন্ট বার্থলোমিও ডে র কথা স্মরণ করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর এই যে, ইহা ঠিক সেইভাবে হইয়াছিল যেভাবে সর্বদা হইয়া আসিয়াছে। ধর্মেতিহাসের প্রত্যেক 'রক্ত রঞ্জিত অধ্যায়ে' ধর্মের নামে রক্তপাতের হোলী খেলোয়াড়দের যে সকল কার্য পদ্ধতি বর্ণিত আছে, এই ক্ষেত্রেও ঐগুলি সর্বোতঃভাবে প্রযুক্ত হয়। এই কর্মপন্থার আভাস 'তদন্ত আদালত রিপোর্টে', পাওয়া যায় ঃ—

"আহমদীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হইয়াছে যে, তাহারা এক বিশেষ ধরণের চাল দেওয়াতে এবং চৌধুরী মোহাম্মাদ জাফরুল্লা খান (সীমানা কমিশনের মোসলেম লীগের দাবী পেশ করিবার জন্য কায়েদে আজম কর্তৃক মনোনীত) কর্তৃক সীমানা কমিশনের সম্মুখে এক বিশেষ ধরণের দলীল পেশ করার ফলেই সীমানা কমিশন গুরুদাসপুর জিলাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। এই তদন্ত আদালতের সভাপতি (এক কালিন পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইন সচিব) এবং যিনি উক্ত কমিশনের সদস্যও ছিলেন, সীমানা কমিশনে গুরুদাস জিলার জন্য চৌধুরী মোঃ জাফরুল্লা খানের বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা ও কর্মপন্থার জন্য প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। যদি কাহারও আগ্রহ থাকে তবে সীমানা কমিশনের কাগজপত্র প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্য ভাবে দেখিয়া ইহার সত্যতা যাচাই করিতে পারেন। চৌধুরী সাহেব মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিয়াছেন ; ইহা সত্ত্বেও কোন কোন জামায়াত তদন্ত আদালতে এমন সব উক্তি করিয়াছেন যাহা অকৃতজ্ঞতা এবং নির্লজ্জতার প্রকৃষ্টতম প্রমাণ।" (১)

এই উলামার দিক হইতে আহ্‌মদীয়াতের বিরুদ্ধে এই একটি মাত্র ভিত্তিহীন অপবাদই দেওয়া হয় নাই, বরং মিথ্যা প্রচারণার এক তুমুল তুফান উত্থিত করা হইয়াছিল এবং প্রত্যেক দুর্ঘটনা ও ষড়যন্ত্রকে আহ্‌মদীয়া জামাতের উপর চাপান হইতেছিল। জঙ্গেশাহীর মর্মান্তিক ঘটনার দায়িত্ব এবং রাওয়ালপিণ্ডির ষড়যন্ত্রও আহ্‌মদীদের উপর আরোপ করা হইতেছিল। খান লিয়াকত আলী খানের নাপাক হত্যার অপবাদও মযলুম আহ্‌মদীগণের মাথার উপর চাপান হইল। কখনও তাহাদিগকে ভারতের গুপ্তচর বলা হইল। কখনও তাহাদের উপর জঘন্য চারিত্রিক ইলযাম লাগান হইল। কখনও পাকিস্তানের বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অভিহিত করা হইল। মিথ্যা দোষা-

(১) ৩ঃ আঃ রিঃ পৃঃ—২৫৭

(১) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট, পৃঃ—১৯৭

রোপ ও জুলুমের কোন সীমা বাদ রাখা হইল না। আহ্‌মদীগণের উপর এই অপবাদও দেওয়া হইল যে, আমরা (নাউযুবিল্লাহ্‌) আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় নবী, আমাদের পবিত্র ধর্মগুরু হযরত মোহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অবমাননা করি এবং তাঁহাকে গালি দিই। কিন্তু সুবিচারক জজ মহোদয়গণ যখন অপবাদগুলিকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করিলেন, তখন প্রকৃত বিষয় সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া পাইলেন। জঙ্গেশাহী ঘটনা সম্বন্ধে মিঃ আনওয়ার আলী, ডি. আই. জি. সি. আই. ডি. সাহেবের এই অভিমত জজ মহোদয়গণ তাঁহাদের রায়ে উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ—

ইহা ডাহা মিথ্যা যে, জঙ্গেশাহী বা লাহোর সৈনিক আবাসের বিমান দুর্ঘটনায় মির্যায়ীদের চক্রান্ত ছিল কারণ জঙ্গেশাহী বিমান দুর্ঘটনায় যাহারা নিহত হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে জেনারেল শের খানও ছিলেন এবং তিনি স্বয়ং মির্যায়ী ছিলেন।

আহরারদের এই সমস্ত উক্তি অত্যন্ত বিষাক্ত নহে, বরং অশোভন এবং ঘৃণিতও বটে। (১)

রাওয়ালপিণ্ডি ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে বিজ্ঞ জজ মহোদয়গণ লিখিয়াছেন ঃ—

"বিগত ১৯৫১ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে মন্টগুমারী কনফারেন্সে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মৌলবী মোহাম্মাদ আলী জলন্ধরী বলিয়াছিলেন যে, লাহোর ষড়যন্ত্রে আহ্‌মদীদের হাত ছিল, ইহার লিখিত প্রমাণ তাঁহার কাছে আছে। ইহা নিঃসন্দেহই একটি বেহুদা কথা।"

আবার বলেন ঃ—

"ইহা স্পষ্টতঃ জঘন্য প্রকারের ঘৃনাউদ্রেকমূলক, কারণ মৌঃ মোহাম্মাদ আলী এমন কোন বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন না যাহার নিকট এইরূপ প্রমাণ থাকিতে পারে বা ইহার পরে এমন কোন লিখিত প্রমাণও ষড়যন্ত্র মামলার ট্রাইবুনালের নিকটে পেশ করা হয় নাই। কিন্তু এই সমস্ত সন্দেহ উদ্রেককারী সংবাদ অতি সহজেই জনসাধারণকে পাইয়া বসে।" (১)

তারপর, লিয়াকত হত্যার অপবাদ আহ্‌মদীদের উপর চাপাইতে গিয়া ঃ

"কাজী এহ্‌সান আহ্‌মদ শুজাবাদী বলিয়া ফেলিলেন যে, কায়েদে মিল্লাতের হত্যার (যাহা গত অক্টোবর মাসে সংঘটিত হইয়াছে) মধ্যে আহ্‌মদীদের হাত ছিল। (২)

কিন্তু এই অপবাদ ভিত্তিহীন হওয়া এতই সুস্পষ্ট যে, বিজ্ঞ জজগণ ইহার সম্বন্ধে শুধু এই ব্যঙ্গোক্তি করাই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন যে, ইহাদের প্রশংসা করিতে হয় যে জাতির যাবতীয় বিপদের তদন্তের লুপ্ত বিষয় জানাইতে ইহারা সিদ্ধহস্ত। (৩)

(১) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট,—১১৯ পৃঃ।

(১) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট পৃঃ—৩০৩
(২) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট পৃঃ—৩০৮
(৩) ঐ

(ক্রমশঃ)

অনুবাদক—এ. এইচ মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

তুমি বল, আমার প্রভু ন্যায় বিচারের আদেশ দিয়াছেন এবং (আদেশ দিয়াছেন যে) তোমরা প্রত্যেক নামাযের স্থানে ও সময়ে তোমাদের মুখমণ্ডল (কাবার দিকে) অভিমুখী করিও এবং ধর্মকে তাঁহারই জন্য বিশুদ্ধ করতঃ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিও। তিনি যেভাবে তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ভাবেই তোমরা প্রত্যাবর্তন করিবে।

— কোরআন

'Al-Bushra'

Illustrated Quarterly Journal in Arabic.

Published by:

Al-Jamia Ahmadiyya, Rabwah,
West Pakistan.

ARTICLES CONTRIBUTED BY
EMINENT WRITERS OF THE ARAB WORLD

Annual Subscription:
Pakistan Rs. 5 00
Other Countries Sh. 10/-
—Post Free—

The East African Times

AN ENGLISH LANGUAGE MAGAZINE

Published fortnightly in

KENYA

on

CULTURAL, SOCIAL, RELIGIOUS, EDUCATIONAL
POLITICAL AND CONTEMPORARY AFFAIRS OF

KENYA and E. AFRICA.

Annual Subscription Sh. 10/-

Write to

P. O. Box 554
NAIROBI, KENYA

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারি প্রশ্নের উত্তর :	লিখক—হযরত গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)
২।	খ্রীষ্টান ভাইদের উদ্দেশ্যে নিবেদন :	,, মৌলবী মোহাম্মদ বি. এ.
৩।	মৌজুদা ইছাইয়ত কা তারেফ (উর্দ্দু)	,, মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী
৪।	Jesus live up to the old age of 120	,, মৌলানা জালালউদ্দীন শামছ্‌
৫।	সুসমাচার	,, আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
৬।	যীশু কি ঈশ্বর ?	,,
৭।	ভূস্বর্গে যীশু	,,
৮।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	,,

প্রাপ্তিস্থান :
এ. টি. চৌধুরী
২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

For
COMPARATIVE STUDY
OF
WORLD RELIGIONS
Best Monthly
THE REVIEW OF RELIGIONS
Published from
RABWAH (West Pakistan)

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah. at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.